493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/ 9433387953

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া
ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ,৩১ সংখ্যা, ৯ জৈষ্ঠ্য-১৫ জৈষ্ঠ্য ,১৪২১ঃ ২৪ মে-৩০ মে,২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.31, 24 May-30 May, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

অন্য পাতায়

অর্থনীতি ও কাজের খবর পৃষ্ঠা ২
পর্যটনের কলঙ্ক পৃষ্ঠা ৩
বজবজের তৃণমূল দুর্গ নড়বড়ে পৃষ্ঠা ৩
রাজ্য-রাজনীতি পৃষ্ঠা ৫
কোন সাংসদ কেমন পৃষ্ঠা ৫
শরীর ভাল রাখুন পৃষ্ঠা ৬
ধর্ম পৃষ্ঠা ৭
ক্রিকেটে দুর্নীতি কি, দূর করবেন মোদি পৃষ্ঠা ৮

আদিবাসী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা পরমেশ্বর মহাবিদ্যালয়ের মাঠে গত ২০ মে সুন্দরবন লাট দশম সাঁওতা সিকার জুমিৎ গাঁওতা নামে আদিবাসীদের অনুষ্ঠান হয়। সারাদিন ধরে চলে এই অনুষ্ঠান। উদ্দেশ্য আদিবাসী সনাতনী সংস্কৃতিকে ধরে রাখা ও সকল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মপোলব্ধি ঘটানো এবং অয়নচিতির মাধ্যমে সাঁওতালি ভাষার প্রসার ঘটানো। সাগর, কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা ছাড়াও উড়িষ্যা, ঝাড়গ্রাম, বীরভূমের প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি সনাতন হেমব্রম, পরমেশ্বর মণ্ডল, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালি ও নামখানার জয়েন্ট বিডিও সৌরভ গুপ্ত। পরিবেশিত হয় নাচ, গান, বাঁশি। সঙ্গে ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের বালিচকের সাকিলা কিস্কু, মঙ্গল হাঁসদার সুজন অর্কেস্ট্রা।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: মিটাখালি গ্রামে ঝিলিক পাল (২৩) নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন বছর আগে ঝিলিক মাইতির সঙ্গে প্রতিবেশী তপন পালের সঙ্গে বিয়ে হয়। প্রতিবেশীদের সূত্রে জানা যায়, তপনের সঙ্গে ঝিলিকের পারিবারিক অশান্তি চলছিল। রবিবার সকালে স্থানীয় কিছু মানুষ তপনের বাড়ি এসে দেখে ঝিলিক গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় ঘরে ঝুলছে। মৃতের বাবা দুলাল মাইতির দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তপন পালকে গ্রেফতার করেছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত চলছে।

অদম্য ছন্দা

আজ ছন্দা একটা কথা প্রমাণ করে দিলেন, বাঙালি মেয়েরা সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বিশ্ব জয়ী হওয়ার দৌড়ে সামিল হতে পারে। ছন্দাকে যদি আমরা ফিরে না পাইও এই ঘটনা বাংলার ঘরে ঘরে হাজার ছন্দার জন্ম দেবে।

প্রতিবেদন চারের পাতায়

৪০ হাজার শিয়া মুসলিম ভোট

বারাণসীতে জয় এনে দিয়েছে মোদিকে

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

বারাণসীতে মুসলিম ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। অন্যদিকে কংগ্রেসের স্থানীয় প্রার্থী অজয় রাই আক্ষরিক অর্থে হেভিওয়েট। এর পাশাপাশি ওই কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজবাদী পার্টির প্রার্থীরাও ছিলেন এই লড়াইয়ে। কিন্তু তাদের দূরবীন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে এই কেন্দ্রে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান ভোটাররা নরেন্দ্র মোদি'র ভাগ্যকে অনেকটাই পাল্টে দিয়েছেন। তাঁদের ৪০ হাজার ভোট সরাসরি গিয়েছে পদ্মফুলের দখলে। অন্যদিকে সুন্নি মুসলমানেরা ২০০২ সালের গুজরাত দাঙ্গাকে ভুলতে পারেনি। সেইজন্য তাদের একটি ভোটও মোদির পক্ষে পড়েনি। বারাণসীর সুন্নি মুসলমানদের নেতা মহম্মদ ইয়াসিন জানিয়েছেন, 'মোদির রাজনীতির সবটাই মিথ্যার বেসাতিতে ভরা'। ২০০৯ সালে বারাণসীতে মুসলমান ভোটাররা দলবদ্ধভাবে ভোট দিয়েছিলেন বিএসপি প্রার্থী মুক্তার আনসারিকে। ওই কেন্দ্রে মুক্তারের সঙ্গে এই একটিমাত্র কারণে জোর লড়াই হয় বিজেপি'র সেবারের জয়ী প্রার্থী মুরলী মনোহর যোশীর সঙ্গে। যোশী পেয়েছিলেন ২৮.৫ শতাংশ ভোট। তৃতীয় প্রার্থী এবারে কংগ্রেস টিকিটে দাঁড়ানো অজয় রাই সেবার পেয়েছিলেন ১৮ শতাংশ ভোট।

পাঁচবারের স্থানীয় বিধায়ক, একদা বিজেপি'র 'খাস আদমি' অজয় রাই সবসময় স্থানীয় মানুষদের কাছে নিজের পরিচয় দিতে চেয়েছেন 'সন অফ দ্য সয়েল' হিসেবে। একদা বিএসপি প্রার্থী মুক্তার আনসারির মাসলম্যানদের উপযুক্তভাবে মোকাবিলা করে অজয় রাই আগে থেকেই বারাণসীর মানুষদের কিছুটা সমীহ আদায় করে নিয়েছিলেন। ২০১৪'র নির্বাচনের আগে তিনি বলেছিলেন, বিজেপি কোনও অবস্থাতেই এই কেন্দ্রে সমাজের উঁচু তলার মানুষদের ভোট পাবে না। আর নিচু তলার মানুষদের ভোটও ভাগ হয়ে যাবে নানান দলের মধ্যে।

এইসব হিসেবের কথা মাথায় রেখে বিজেপির পক্ষ থেকে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে গুজরাত থেকে বাছাই করা নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের এবারের নির্বাচনের আগে বারাণসীতে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই কেন্দ্রে প্রায় এক লক্ষ ভূমিহার সম্প্রদায়ের ভোট আছে। এই ভোটের অধিকাংশটাই পাওয়ার জন্য বিজেপির পক্ষ থেকে তাদের নেতা কৃষ্ণানন্দ রাই-এর স্ত্রী অলকা রাই এবং জনৈক ভূমিহার নেতা সিপি ঠাকুরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। একইসঙ্গে স্থানীয় ব্রাহ্মণদের

মন জয় করার জন্য বিহারের অভিনেতা-গায়ক মনোজ তিওয়ারিকেও কাজে লাগানো হয়।

বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এল.কে. আডবানী, সভাপতি রাজনাথ সিং, বিরোধী নেত্রী সুষমা স্বরাজ, অরুণ জেটলি, মুরলী মনোহর যোশী, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ও প্রাক্তন সভাপতি নীতিন গড়কড়ি বারাণসীতে নরেন্দ্র মোদির পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালান। কিছুটা এই সংগঠিত প্রচারের জন্য বিজেপি এই কেন্দ্রে ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন মানুষদের ভোটও ব্যাপকভাবে পেয়েছেন বলে স্বামী অভি মুক্তেশ্বরানন্দ দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, যদিও সাধু সন্ন্যাসীরা সাধারণত রাজনীতি তথা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়ান না, তা সত্ত্বেও এবারে তারা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কি বিজেপি বা কংগ্রেস ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি। পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে, কেজরিওয়াল ওই নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোট ব্যাঙ্কে অনেকটাই থাবা বসিয়েছেন। স্থানীয় জনৈক মুসলিম নেতা মাহফুজ আলম বলেছেন, মুসলিম ভোটারদের একটা বড় অংশ 'আপ'কে ভোট দিয়েছে। তার কারণ হল কেজরিওয়াল প্রমাণ করতে পেরেছেন তিনি সততার প্রতীক এবং সমাজের যাবতীয় আবর্জনা দূর করার জন্যই তিনি শপথ নিয়েছেন।

অনেকের প্রশ্ন ছিল, কেন বারাণসী থেকে নরেন্দ্র মোদি এবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বিজেপি দলের শীর্ষনেতাদের মতে, এই কেন্দ্রে স্বয়ং মোদিজী প্রার্থী হওয়ায় উত্তরপ্রদেশের ৮০টি আসনে তার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। হাতেনাতে ফলও পেয়েছেন তাঁরা।

উত্তরপ্রদেশের ৮০টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৭১টি আসন। এই আসনগুলি বিজেপি'র অনুকূলে না এলে দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রটাই পুরোপুরি বদলে যেত।

সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির প্রাঙ্গণে পুলিশের নাকের ডগায় মদ্যপানের আসর

তানিয়া মাইতি

সামনে সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের পবিত্র থান, ওদিকে মন্দিরের পিছনে পুলিশের নজরের সামনেই চলছে মদ্যপান ও জুয়ার আসর। এই অভিযোগ কলকাতা পুরসভার ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডে টালিগঞ্জ করুণাময়ী মোড়ে অবস্থিত প্রায় ১৫০ বছরের পুরনো সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলের বাসিন্দাদের। মন্দির সংলগ্ন রাস্তার এক পাড়ে বিশাল কমপ্লেক্সে অভিজাতদের বাস অপরদিকে দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনাপূর্ণ খালপাড়ে দিনদুপুরে বসে মদ্যপান ও জুয়ার আড্ডা। স্থানীয় বাসিন্দা ঝর্ণা মল্লিক জানালেন, 'যেখানে আমরা পুজো করতে আসি সেখানে ওই নোংরামো মন্দিরের ঐতিহ্যকে নষ্ট করছে। পুলিশ সব কিছু দেখেও নিষ্ক্রিয়।' কথাটা মিথ্যে নয় কারণ মন্দির থেকে ঢিল ছোঁড়া দুরত্বে হরিদেবপুর থানা। ওদিকে পাশেই করুণাময়ী মোড়েই সর্বক্ষণ প্রহরারত ট্রাফিক পুলিশ। কিন্তু গাড়ি ধরে কেস দেওয়া নিয়ে তারা ব্যস্ত। মন্দিরের ব্যাপার তারা দেখতে পান না।

মন্দিরের ঠিক পিছনে দিনদুপুরে মদের আসর (ইনসেটে)। *ছবি: বাপন মণ্ডল*

মন্দিরের পুজারি জানালেন, 'এই ঘটনা বহুকাল ধরেই চলছে। আমি তো সন্ধ্যে বেলা আরতির পরই চলে যাই। প্রতিবাদ করে আর জেচে বিপদ ডেকে আনতে চাই না।' এলাকার পুরমাতা রত্না সুর এই ঘটনা নিয়ে রীতিমতো রাগান্বিত। তিনি বললেন, 'বহুবার পুলিশকে এই ঘটনা জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি। আমি নিজে আমার দলীয় কর্মীদের পাঠিয়ে ওদের আড্ডা ভাঙার চেষ্টা করেছি। কোনওরকম ঝামেলা হলেও তারাই গিয়ে সামাল দেয়। শুধু এখানেই নয়, সামনে সিরিটি শ্মশান সংলগ্ন পাম্পিং স্টেশনেও একই ঘটনা হয়। পুলিশ সব জেনেও পদক্ষেপ নিচ্ছে না।'

মন্দিরের পুজারীও বলেছেন, কোনও সমস্যা হলে কাউন্সিলার দিদিকে জানান, এবং তিনি সমাধান করে দেন।

এইসব সমাজ বিরোধী কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের এমন কোন মহলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে যে, স্থানীয় জনগণ এমনকী পৌরমাতাও বহু চেষ্টা করেও পুলিশের ঘুম ভাঙাতে না পারায় করুণাময়ী-হরিদেবপুর অঞ্চলে নাগরিকদের এই অনিয়ম মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে সেই প্রশ্ন সকলের।

মোদির শপথের দিন শঙ্খধ্বনি ও মিছিল করবে দল

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সংগঠনে জোর দিচ্ছে বিজেপি

কুনাল মালিক ● দক্ষিণ ২৪ পরগনা

লোকসভা নির্বাচনে জেলার বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষের দাবি মতো দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিজেপি 'মিরাকল' ফলাফলই করেছে। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস ২০০৮৫৬ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে জেলার তৃণমূলও বাম নেতানেত্রীদের দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়েছে। অথচ জেলার অধিকাংশ বুথে বিজেপির কোনও দলীয় সংগঠন বলে কিছু নেই। এমনকী অনেক বুথেই বিজেপি'র পোস্টার পতাকা লাগানোর লোকজনও নেই। বাড়ি বাড়ি কেউ বিজেপির স্লিপও দেননি। তাতেই যদি এই ফলাফল হয় তাহলে সংগঠন করলে কি হবে। জেলার এক তৃণমূল

ইতিমধ্যেই জেলার চারটি কেন্দ্র থেকেই অনেকে বিজেপিতে যোগদানের জন্য যোগাযোগ শুরু করেছেন। শুধু হিন্দুরা নন মুসলিমরাও যোগাযোগ করছেন। প্রতিটি অঞ্চল ও মন্ডল কমিটির মাধ্যমে সদস্য পদ পাওয়ার জন্য আবেদন করতে বলা হয়েছে। আগামী দিনে বিভিন্ন ব্লকে সভার মাধ্যমে নতুন সদস্য-সদস্যাদের

বিজেপিতে যোগদানের ঢল

২৩ মে বিকেলে ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েতে আর-এস-পি প্রধান দিলীপ মণ্ডল, উপপ্রধান মাধবী মিস্ত্রি ও আরও ১১ জন আর.এস.পি দলভুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য এবং ওই দলের জেলা সদস্য প্রণব মণ্ডল বিজেপি'তে যোগদান করলেন। রাজার মোড়ে আয়োজিত এক সভায় তাঁদের হাতে বিজেপি'র পতাকা তুলে দিলেন রাজ্যসভার বিজেপি' সাংসদ সমীক ভট্টাচার্য ও ওই দলের জেলা সভাপতি দেবতোষ আচার্য। *ছবি: কাকলী পাল*

আছেন। যাদবপুরে স্বরূপ প্রসাদ যাদব ১৫৫৫১১ ভোট, মথুরাপুরে তপন নস্কর ৬৫৯৬৫ ভোট এবং জয়নগরে কৃষ্ণপদ মজুমদার ১১৩২০৬ ভোট পেয়ে সিপিএম প্রার্থীর পরই তৃতীয় স্থানে বিরাজ করছেন। গত লোকসভা নির্বাচনে সেখানে চারটি কেন্দ্রেই বিজেপি প্রার্থীদের জামানত হয়েছিল, সেখানে এবার বিজেপি প্রার্থীদের এই উত্থানে নেতার বক্তব্য অনেক বুথে আমাদের সঙ্গে হই হই করেছে লোকজন, কিন্তু নিঃশব্দে মোদির হাওয়ায় ভোট দিয়েছে পদ্মফুলে।

বিজেপির জেলা সভাপতি বিকাশ ঘোষ বলেন, এবারর আমরা ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে সংগঠনকে চাঙ্গা করার ওপর জোর দিচ্ছি।

হাতে পতাকা তুলে দেওয়া হবে। বিকাশবাবু বলেন, আগামী ২৬ মে যেদিন নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন সেদিন বিভিন্ন এলাকায় মহিলারা শঙ্খধ্বনি ও সমর্থকরা মিছিল করবেন।

আমরা চেষ্টা করছি কয়েকটি জায়গায় 'জায়ান্ট স্ক্রিনে' নরেন্দ্র মোদির শপথ অনুষ্ঠান দেখানো যায় কিনা।

মোদির সঙ্গে সোমবার শপথ নিক সারা ভারত

ওঙ্কার মিত্র

একেবারে স্পষ্ট রায়। টুকরো-টাকরা দল নিয়ে আর বেসামাল সরকার নয়। তাই ৩০ বছর পরে একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। আঞ্চলিক দলগুলির ব্ল্যাকমেলিং আর পছন্দ নয় ভারতবাসীর। অনেক হয়েছে। এমনকী বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রচার ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে ভারতের জনগণ। এমন এক বাতাবরণের মধ্যে দিয়ে নতুন সরকারের জন্ম দিতে সোমবার শপথ নিতে চলেছেন গুজরাতে দীর্ঘদিন মুখ্যমন্ত্রীত্ব চালানো নরেন্দ্র মোদি। গণতন্ত্রে এ এক আবেগঘন মুহূর্ত। নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সকলকে। বিরোধী দলসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রনায়কদেরও। এ নিয়েও রাজনীতি। বামদলগুলি ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, তারা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেবে না। সব হারিয়ে এমনিতেই নিঃস্ব বামেরা। এ সৌজন্যতা তাদের কাছে আশা করা অন্যায়। তৃণমূল কংগ্রেসও এখনও পর্যন্ত দোদুল্যমান।

পাকিস্তান পড়েছে গেরোয়। নিমন্ত্রণ রক্ষা নিয়ে তাদের টানাপোড়েন।

পরিস্থিতি গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেই সুখকর নয়। এরায় কোটি কোটি ভারতবাসীর রায়। জনগণের মতামতকে মাথা পেতে নেওয়া উচিত সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের। যারা একে যত অবহেলা-অপমান করবে গণতন্ত্রে ততই তারা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। এটা বুঝতে রাজনৈতিক বিজ্ঞানের পণ্ডিত হতে হয় না। যে কোনও সুস্থ নাগরিক এটা বোঝে। কিন্তু হায়! এদেশের রাজনীতিকরা আত্মহত্যার সামিল। যে গণতন্ত্রের ডালে বসে এত রমরমা তাকেই গলা টিপে মারতে উদ্যত এরা।

যাক! এসব কচকচানি থাক। ভারতের জনগণ এখন নতুন স্বপ্ন দেখছে। দেশটা রাজনৈতিক নেতাদের যতটা তার থেকে অনেক বেশি আপামর ভারতবাসীর। দেশের ভাগ্য গড়তে হবে তাদেরই।

অতএব নরেন্দ্র মোদি যখন প্রধানমন্ত্রীত্বের শপথ নেবেন তখন সমগ্র ভারতবাসী যে - যেকাজে-যেখানেই থাকবেন সেখানে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে শপথ নিক - আর ধান্দাবাজি নয়, কৌশল নয়, কেলেঙ্কারি-দুর্নীতি নয়। এখন শুধুই উন্নয়ন। ভাল থাকা, অন্যকে ভাল রাখা। ব্যস!

অর্থনীতি

মোদি'র লাড্ডুতে চিনির পরিমাণ বুঝতে সময় লাগবে ৬ মাস

অনিমেষ সাহা

তখনও নরেন্দ্র মোদি দেশের জনাদেশ পাননি। কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে টনটন লাড্ডু তৈরি হচ্ছে। আর পদ্মফুল ছাপওয়ালা মিষ্টির একটা বাজার তৈরি হচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। গেরুয়া আবিরও জমায়েত হচ্ছে দোকানে দোকানে। লাড্ডুর জন্য চিনি আর আবির তৈরির মূল উপাদানগুলোর বাজার যেন একলাফে বেড়ে গিয়েছিল। অবশ্য সব ভোটের সময়ই তা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের বহুদলীয় প্রথায় বিভিন্ন রং বিভিন্ন প্রতীক দিয়ে তৈরি মিষ্টি, পতাকা, আবির বা টুপির তুলনায় এবার ব্র্যান্ড মোদি তার গেরুয়া রঙের সঙ্গে তাদের ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো বাজারে বিক্রি করেছে অনেক ভাল করে। কারণ, নরেন্দ্র মোদি জানেন কি ভাবে ভাইব্র্যান্ট গুজরাটকে সারা ভারতের কাছে তুলে ধরতে হবে। তাই ভোট পূর্ববর্তীকালে তাদের ম্যানিফেস্টোর দিকে তাকালে দেখা যাবে বাজপেয়ীর 'ইন্ডিয়া সাইন' তকমটা মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ভাইব্র্যান্ট গুজরাট শ্লোগানের মধ্য দিয়ে। গত বারের লাড্ডুটাই অন্যভাবে পেশ করেছেন ভাইব্র্যান্ট মোদি।

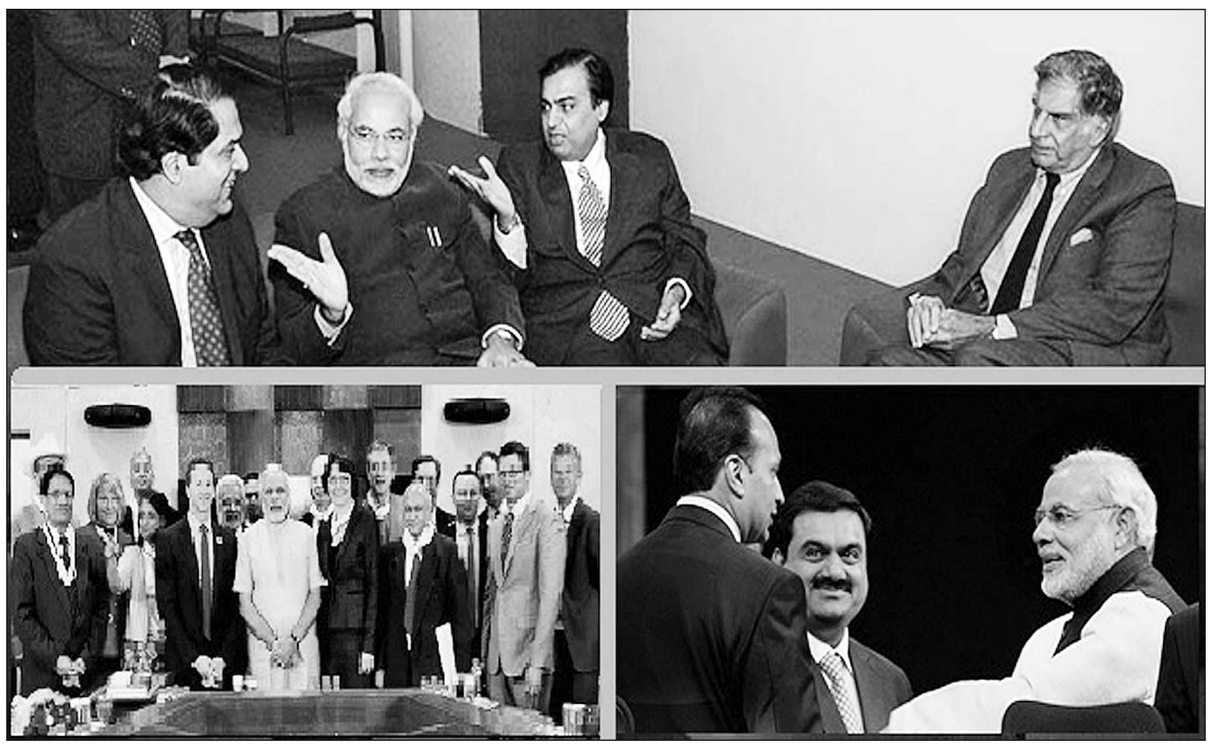

পরিকাঠামো ক্ষেত্র

ছোট শহরগুলির পরিকাঠামো উন্নত করে তোলা, বিমান পরিষেবার সঙ্গে তাকে যুক্ত করা, আর সরকারি –বেসরকারি উদ্যোগকে গুরুত্ব দেওয়া, স্বর্ণালী চতুর্ভূজ আমরা দেখছিলাম বাজপেয়ী সরকারের সময়। এবার যদি ছোট শহরগুলির সঙ্গে অন্যান্য পরিষেবা যুক্ত করা হয় তবে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসবে। দেশে লারসন টুব্রো, আইএলএফএস ট্রান্সপোর্টেশন নেটওয়ার্ক, আই আরবি ইনফ্রা–এর মতো সংস্থা রয়েছে বা আরও ছোট সংস্থা রয়েছে যারা পরিকাঠামো ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিকম

দেশের ছোট শহর ও গ্রামে তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলকম ব্যবস্থাকে পৌঁছে দেওয়া তাদের লক্ষ্য। দেখা যায় নরেন্দ্র মোদি নিজে ট্যুইট করেন। তাঁর নিজের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের অভ্যাস রয়েছে। তাই বদলে যেতে পারে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা। ন্যাসকমের চেয়ারম্যান আর চন্দ্রশেখর জানিয়েছেন দেশে ২৩ লক্ষ মানুষ তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে চাকরি করে। তাঁরা মনে করছেন শিল্প সংস্থা ন্যাসকম এই সরকারকে সহযোগিতা করবে সারা বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থানকে তুলে ধরতে। নরেন্দ্র মোদি ন্যাসকমের এক সভায় বলেছিলেন আই.টি মানে ইনফরমেশন টেকনোলজি আবার আই.টি মানে ইন্ডিয়া ট্যালেন্ট এবং আই.টি মানে ইন্ডিয়া টুমরো। বর্তমানে ছোট ও মাঝারি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির এই তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

তেল এবং গ্যাস ক্ষেত্র

তেলে কতটা ভর্তুকি দেওয়া হবে তার থেকে বড় কথা হল সাধারণ মানুষের কাছে গ্যাস পৌঁছে দেওয়া, নতুন গ্যাস উত্তোলনে জোর দেওয়া তার সঙ্গে রিলায়েন্সের মতো সংস্থাকে আমদানির থেকে নিজেদের ওপর নির্ভরশীল করে তুলতে সাহায্য করা। দেখা গিয়েছে গেইল এবং গুজরাট স্টেট পেট্রোনিয়াম লিমিটেড তাদের পাইপ লাইনের বিস্তার উত্তর এবং পশ্চিম ভারতেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। বিভিন্ন রাজ্যের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এর বিস্তার ঘটানোর কাজ শুরু হতে পারে তবে বার বার গ্যাসের দাম বাড়বে কিনা বা আধার কার্ডের আর ব্যবহার হবে কিনা তা আগামী দিনে বোঝা যাবে।

বিদেশি বিনিয়োগ

২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল অবধি গুজরাটে বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে ৪০,০০০ কোটি টাকা। 'ভাইব্রান্ট গুজরাটের' যে প্রকাশ মোদি দেখিয়েছেন তার কিছুটা আঁচ পাওয়া গিয়েছে দেশের আর্থিক বাজারে বিনিয়োগের বহর দেখে। 'হিন্দু রেট অব গ্রোথ' ইউপিএ সরকারের আমলে চলা সত্ত্বেও বিদেশিরা আস্থা দেখিয়েছেন মোদিতে। তবে দেশিয় সামাজিক সুস্থিতি ফিরিয়ে নিয়ে আসা বা বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের দিকে আগামী দিনে লক্ষ্য রাখা হবে।

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র

দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ব্যাঙ্কিং। বিজেপি ম্যানিফেস্টোতে মূল্যবৃদ্ধি, সুদের হার, অনাদায়ী ঋণ এসব নিয়ে বলা হয়েছিল। তবে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া তার সঙ্গে সরকারের ব্যাঙ্কগুলিতে টাকার সংস্থায় করা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ঋণ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্র বর্তমানে স্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান এই ঋণ বৃদ্ধির কথা ভেবেছেন, কিন্তু সরকারি ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে তৃণমূল পৌঁছে দেওয়া এবং চিটফান্ড সংস্থাগুলিকে শক্ত হাতে মোকাবিলা করা সরকারের একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে। তাছাড়া বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিকে যেভাবে লাইসেন্স দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তাতে কতটা সুবিধা হবে তার দিকে আরও শক্তভাবে নজর দিতে হবে। সরকারি ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকাও তার সঙ্গে ইতিবাচক হতে হবে।

ভাইব্র্যান্ট ইন্ডিয়ার লক্ষ্যে

নরেন্দ্র মোদির মধুচন্দ্রিমা হয়ত চলবে আগামী ৬ মাস। তাই এই সপ্তম বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারতবর্ষের আগামী সরকারকে বিশ্রামের আগে অনেকটা হাঁটতে হবে।

কর্মসংস্থান, বৃহৎ শিল্প, মাঝারি শিল্প এবং শ্রমিক, কৃষক, বহুজাতি পুঁজি, দেশীয় বিনিয়োগকারী, ক্ষুদ্র শিল্প সংগঠন সবার সঙ্গেই চলতে হবে।

তাই লাড্ডুতে চিনির পরিমাণ কতটা তার আঁচ পাওয়া যাবে আরও কিছুদিন পর।

কাজের খবর

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পরে পেশাদার হওয়ার নব দিগন্ত

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ: কোথায় শিখবেন

এই পেশায় বর্তমানে চাহিদা অত্যন্ত বেড়েছে। কিন্তু বড় কোনও হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউটে কোর্স করতে গেলে উচ্চমাধ্যমিকে ভাল নম্বর থাকা যেমন প্রয়োজন তেমনি খরচও অনেক। অথচ এধরনের ট্রেনিং থাকলে আপনি ছোট সংস্থায় চাকরি করতে পারেন। তেমনি অল্প পুঁজিতে একা বা দু–তিন জন মিলে ব্যবসায় নামতে পারেন। এর জন্য কলকাতার পার্কসার্কাস ট্যাংরা অঞ্চলে রয়েছে – দ্য অ্যাসেম্বলি অফ গডচার্চ ভোকেশনাল স্কুল, ৩৪ মাথেশ্বরতলা রোড, দক্ষিণ ট্যাংরা, কলকাতা–৪৬।

এছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টারেও ফুড টেকনোলজি বিভাগে এবং নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশনের লোকশিক্ষা পরিষদে ভারতসেবাশ্রম প্রণবানন্দ ইন্সটিটিউটে, উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার হায়দারবেলিয়ার শ্রী রামকৃষ্ণ প্রেমবিহারে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বারুইপুরে প্রশিক্ষণ

এই শহরের একটি সংস্থা খেলনা তৈরি, কড়ে'র ব্যাগ তৈরি ও বিউটিশিয়ন ট্রেনিং দেয় মাধ্যমিক পাশ পুরুষ ও মহিলাদের।

ট্রেনিং শেষে স্বনির্ভরতার জন্য ঋণ দানের ব্যবস্থা ও অন্যান্য সহযোগিতা করা হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কলকাতায় ভারত সেবাশ্রম কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ

এই আশ্রমের পরিচালনায় রয়েছে একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

এখানে যেসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলি মধ্যে হল – ইলেকট্রিশিয়ন, টেলারিং–পোশাক ডিজাইনিং, পাটজাত সামগ্রী তৈরি, সৌর সরঞ্জাম মেরামতি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পোষাক তৈরি, বিউটিশিয়ন, সেফটি সুপারভাইজার, বিভিন্ন ব্যবহারিক কাজ চালানোর জন্য কমিউনিকেটিভ ইংরাজি, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির প্রশিক্ষণ।

যোগাযোগ: প্রণবানন্দ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অফ টেকনোলজি, ডায়মন্ড হারবার ও বালিগঞ্জ। ফোন–৯৩৩১২৫৬৯৩৪।

মাধ্যমিক পাশেদের জন্য আলিয়া'র প্রশিক্ষণ

১) মেশিন অপারেটর, মোল্ডিং অ্যান্ড এক্সট্রুশন প্রসেস, মেয়াদ ৬ মাস। ২) কমপ্রেসড মেশিনিস্ট, মেয়াদ ১ বছর। ৩) কুকারি, মেয়াদ ১ বছর। ৪) হেভি কমার্শিয়াল ভেহিকাল ট্রেনিং, মেয়াদ ১ মাস। ৫) ফিটার, মেয়াদ ১ বছর। ৬) সার্ভেয়ার উইথ ক্যাড, মেয়াদ ২ বছর। ৭) সিভিল ড্রাফটসমান উইথ ক্যাড, মেয়াদ ২ বছর। ৮) রুরাল ম্যানেজমেন্ট, মেয়াদ ৬ মাস। ৯) ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ট নেটওয়ার্কিং, মেয়াদ ৬ মাস। ১০) কমন ওরিয়েন্টেশন ওরিয়েন্টেশন কোর্স (সিওসি), মেয়াদ ৩ মাস। ১১) অ্যাডভান্সড প্রোগ্রেসিভকোর্স, মেয়াদ ৬ মাস। ১২) ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং আইটি এনাবেল্ড সার্ভিসেস, মেয়াদ ৩ মাস। ১৩) সিকিউরিটি গার্ড, মেয়াদ ৩ মাস। ১৪) ডিপ্লোমা ইন অফিস অটোমেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং, মেয়াদ ১ বছর। ১৫) মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি, মেয়াদ ১ বছর। ১৬) এয়ারকন্ডিশনিং অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন, মেয়াদ ২ বছর। ১৭) অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেয়াদ ২ বছর। ১৮) হাউস কিপিং অপারেশন, মেয়াদ ৬ মাস। ১৯) নার্সি অ্যাসিস্ট্যান্ট, মেয়াদ ৬ মাস। ২০) হেলথ ওয়ার্কার উইথ ইসিজি অপারেটর, মেয়াদ ৬ মাস। ২১) সার্টিফিকেট ইন হসপিটালিটি ট্যুরিজম, মেয়াদ ৬ মাস। ২২) ল্যান্ড সার্ভেয়ার, মেয়াদ ৬ মাস। ২৩) ফার্মাসি অ্যাসিস্ট্যান্ট, মেয়াদ ৬ মাস। ২৪) বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ব্যাঙ্কিং ও ইনশিয়োরেন্স, মেয়াদ ১ বছর। ২৫) ডিপ্লোমা ইন ডিটিপি মেয়াদ ৬ মাস। ২৬) ওয়েল্ডিং, মেয়াদ ১ মাস।

যোগাযোগ: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্টার ফর ভোকেশনাল স্টাডিজ, পিএন–১৮, সেক্টর ৫, সৃজন টেক পার্ক বিল্ডিং, ৬ তল, কলকাতা–৯১, ফোন – (০৩৩) ২৩৬৭ ১৪৩২।

মেয়েদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশিক্ষণ

সল্টলেকে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্নরকম স্বনির্ভরতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরমধ্যে আছে – ১) কম্পিউটর নিয়ন্ত্রিত এমব্রয়ডারি ও সুচি শিল্প, মেয়াদ ৬ মাস। ২) হেয়ার অ্যান্ড স্কিন কেয়ার, মেয়াদ ২ বছর। ৩) ক্যাটারিং অ্যান্ড হসপিটালিটি, মেয়াদ ১ বছর। ৪) ইলেকট্রনিক মেকানিক, মেয়াদ ২ বছর। ৫) ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক, মেয়াদ ২ বছর। ৬) আর্কিটেকচার‍্যাল (স্থাপত্য) ড্রাফটম্যানশিপ, মেয়াদ ২ বছর। ৭) ফল ও সবজি সংরক্ষণ, মেয়াদ ১ বছর। ৮) ইন্টিরিয়ার ডেকরেশন ও ডিজাইনিং, মেয়াদ ১ বছর। ৯) ড্রেস মেকিং, মেয়াদ ২ বছর।

যোগাযোগ: ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ফর উইমেন, সি পি–১৬, সেক্টর–৫, সল্টলেক, কলকাতা–৯১। ফোন–০৩৩–২৩৬৭ ৩৬৭৩।

টেলারিং, পোশাক ডিজাইনিং প্রশিক্ষণ

নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত এই কেন্দ্রগুলিতে দেওয়া হয় এই ট্রেনিং। যার মধ্যে রয়েছে – ১) দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের আত পাড়াতে আলআমিন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ, ২) কলকাতা শিয়ালদহের কাছে নারীশিক্ষা সমিতি, ২৯৪/৩ এপিসি রোড, কলকাতা–০৯। ফোন–(০৩৩) ২৩৫০ ৪৮৮৪। এছাড়া ভারতসেবাশ্রমের প্রশিক্ষণতো আছেই।

চামড়ার শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি

সরকারি উদ্যোগে বজবজে কালিকাপুরের সেন্ট্রাল ফুটওয়ার ট্রেনিং সেন্টার, হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে হাওড়া হোমস ট্রেনিং সেন্টার ও নদীয়ার কল্যাণী'র আইটিআই–এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৪ মে – ৩০ মে,২০১৪

মেষ: উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ভাটা পড়বে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে ক্ষতির কারকতা রয়েছে। নিম্নাঙ্গে পীড়া। শুক্রঘটিত একাধিক গোলযোগ, বাত বা বাতের যন্ত্রণায় অনেকে কষ্ট পাবেন।

বৃষ: মানসিক দৃঢ়তার অভাব লক্ষিত হবে। শত্রুরা ক্ষতি করার জন্য চেষ্টা চালাবে। প্রোমোটারদের ক্ষেত্রে শুভ যোগ রয়েছে। শিক্ষায় অগ্রগতি।

মিথুন: নতুন কাজের জন্য চেষ্টা করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে। পেশাদারি কর্মে বা ব্যবসার ক্ষেত্রে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে একাধিক বাধার মধ্যেও শুভ ফল পাওয়া যাবে।

কর্কট: পূর্বে যতটা ভালোর আশা করা গিয়েছিল বর্তমান ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হবে না। ক্রোধ বর্জন করে চলা দরকার। প্রেসারের গোলমালে কষ্ট পাবেন।

সিংহ: দেশ ও দশের কাজে সুনাম অর্জন করতে পারবেন। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। অন্যের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে গেলে সেই কাজ শুভ হবে না। গ ল দে দেশে পীড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।গৃহভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন।

কন্যা: সাফল্যের পথে এগিয়ে গিয়েও মনের মতো ফল করতে পারবেন না। অর্থ যেমন আসবে তা অপেক্ষা খরচ বৃদ্ধি পাবে। যে কারণে কিছু দেনা হওয়া সম্ভব। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাভযোগ দেখা যায়।

তুলা: মনের ইচ্ছা থাকলেও শুভ কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে পারবেন না। শরীর সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। দৃঢ় মনোভাব সত্ত্বেও পরিবেশ অনুকূল না হওয়ায় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে না।

বৃশ্চিক: মনের স্থিরতা না থাকায় সংকল্পিত কার্যগুলিতে বাধা সৃষ্টি হবে। সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু বাধা এলেও শুভফল পাওয়া যাবে। **ধনু:** মাঝে মাঝে মানসিক উদ্বেগ দেখা গেলেও পরিস্থিতিকে সামলে নিয়ে চলতে পারবেন। ব্যবসা বাণিজের ক্ষেত্রে আর্থিক শুভফল পাওয়া যাবে।

মকর: সামান্য ভুলত্রুটির জন্য অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হবে। মিথ্যা ঝামেলা বা গোলমাল যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কর্মের অস্থায়ী যোগ মাঝে মঝে বিপন্ন করে ফেলবে। ভ্রমণকালীন সময়ে সতর্ক ও সাবধান থাকবেন।

কুম্ভ: মনের ইচ্ছা পূরণের পথে গ্রহ সাহায্য করবে। প্রতারকের হাত থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করুন। কর্মযোগ শুভ নয়। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হওয়া সম্ভব।

মীন: শরীর সম্বন্ধে সকল সময় সচেতনতা অবলম্বনীয়, নিম্নাঙ্গে পীড়া ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর্থিক আদান–প্রদানের ফল মনের মতো হবে না।

আকাশবাণীর এফএম–এ উপস্থাপক

অলইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রের জন্য পুরুষ ও মহিলা উপস্থাপক নিয়োগ করা হবে। উপযুক্ত কণ্ঠস্বর ও পরিস্কার উচ্চারণসহ বিশ্বের ঘটনাসমূহ ও সাহিত্যসংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞান ও কম্পিউটারে ন্যূনতম কাজের দক্ষতা থাকলে আবেদন করতে পারেন।

আবেদন পদ্ধতি: একটি সাদা কাগজে নিজের নাম, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ফোন নম্বর দিয়ে দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায় – এফএম সেকশন, প্রযত্নে–স্টেশন ডাইরেক্টর, অল ইন্ডিয়া রেডিও, ইডেন গার্ডেন্স, কলকাতা–০১। আবেদনের ফিজ ৩০০ টাকা, মানিঅর্ডারের মাধ্যমে দিতে হবে। মানিঅর্ডার রিসিপ্ট হবে স্টেশন ডাইরেক্টর, অল ইন্ডিয়া রেডিও, কলকাতার অনুকূলে। মানিঅর্ডারের রসিদসহ দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ৩০ মে।

বিজ্ঞানে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছাত্রদের সেনাবাহিনীতে অফিসার পদে

অবিবাহিত তরুণদের জন্য

টেকনিক্যাল শাখায় ৫ বছরের কারিগরি ডিগ্রির কোর্সের ট্রেনিং দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই তরুণদের অফিসার পদে নিয়োগ করবে।

যোগ্যতা: পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অংক নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ। ট্রেনিং দেওয়ার সময় মাসে ২১ হাজার টাকা স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে।

ট্রেনিং শেষে নিয়োগ হবে লেফটেন্যান্ট র‍্যাঙ্কে, বেতন স্কেল হবে ১৫,৬০০ থেকে ৩৯,১০০। কিন্তু কেউ মাঝপথে ট্রেনিং ছেড়ে দিলে ট্রেনিং–এর সমস্ত টাকা ফেরত দিতে হবে।

বয়স: ১লা জানুয়ারি ২০১৫–তে ১৬ থেকে সাড়ে ১৯–এর মধ্যে।

শারীরিক মাপ: ন্যূনতম উচ্চতা ১৫৭ সেমি. এবং উচ্চতা ও বয়স অনুযায়ী ওজন। দৃষ্টিশক্তি মান অনুযায়ী হওয়া চাই।

নির্বাচন পদ্ধতি: দরখাস্ত ঝাড়াই বাছাই করে এলাহাবাদ, ভূপাল ও বেঙ্গালুরুতে ইন্টারভিউ–এর জন্য ডাকা হবে আগস্ট–সেপ্টেম্বর মাসে। শারীরিক সক্ষমতা ছাড়াও সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টেস্ট ও ইন্টারভিউ নেওয়া হবে।

প্রথমদিনের ইন্টারভিউতে ব্যর্থ হলে বাদ দেওয়া হবে। প্রথমদিন সফল হলে দ্বিতীয় দিনে ইন্টারভিউ হবে, তাতে সফল হলে নিয়োগ করা হবে ট্রেনি হিসেবে। তবে ইন্টারভিউ দিতে গেলে যাতায়াতের রেলভাড়া পাওয়া যাবে।

আবেদন পদ্ধতি: www.joinindianarmy.nic.in ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করুন। আবেদনপত্র সাবমিট করার পর দুটি প্রিন্টআউট নেবেন।

একটি প্রিন্টআউটের সঠিক জায়গায় সই করে গেজেটেড অফিসারের অ্যাটেস্টেড অফিসারের এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সেঁটে দেবেন। এই প্রিন্টআউট ও সমস্ত শংসাপত্রের অ্যাটেস্টেড জেরক্স কপি ইন্টারভিউয়ের সময় নিয়ে যাবেন। আবেদনপত্র অনলাইনে সাবমিট করার সময় আপনার রোল নম্বর পেয়ে যাবেন।

আবেদনের তারিখ: ২০ মে থেকে ৩০ জুন ২০১৪।

বক্তৃতাই সার, পর্যটনের কলঙ্ক ডায়মন্ড হারবারের সাগরিকা

অন্বেষা রায় • ডায়মন্ড হারবার

ছবি: সঞ্চয়ন বেরা

সরকার গঠনের শুরুতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পর্যটন ক্ষেত্রে উন্নয়নে জোয়ার আনার। বাইরে থেকে পর্যটন কেন্দ্রগুলি নীল–সাদা–আকাশীতে সজ্জিত স্বপ্ন নগরী মনে হলেও ভিতরে প্রবেশ করলেই ভুল ভাঙে। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতরের ট্যুরিস্ট লজ সাগরিকা ডায়মন্ড হারবারের গঙ্গার ধারে প্রথম নজরেই চোখ টানবে। ডবল বেডরুমের ভাড়া শুরু ৬০০ থেকে। সঙ্গে ৪.৯৫ শতাংশ ভ্যাট। জেলার যে কোনও সরকারি অনুষ্ঠানে আধিকারিকদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বিলাসবহুল হোটেলের সংলগ্ন শিশুউদ্যানটি ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। চতুর্দিকে আগাছার স্তূপ। মশা, পোকামাকড়ের উপদ্রবে বসা যায় না।

যে কোনও সময় আক্রান্ত হতে পারেন পিছনের জলা থেকে আসা বিষাক্ত সাপের ছোবলে। পার্ক জুড়ে দামি কাঠের বেঞ্চ, চারটি দোলনা, অন্যান্য খেলার সামগ্রী ব্যবহার ও পরিচর্চার অভাবে নষ্ট হচ্ছে। হোটেলের প্রত্যেকদিনের উচ্ছিষ্ট খাবারদাবার পিছনের জঙ্গলে জমা হয়।

ফলে তৈরি হয়েছে দুর্গন্ধময় ভ্যাটের পাহাড়। হোটের এক কর্মী জানালেন, আগে হোটের আবর্জনা মাটিতে পুঁতে দেওয়া হত। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে রোজ তা করা মুশকীল। হোটেলের ম্যানেজার সুব্রত মণ্ডল জানালেন, 'আরও টাকা বরাদ্দ হলে ওখানে ময়লা ও আগাছা পরিস্কার করে ঘাস বসানো হবে। সরকার কবে টাকা পাঠাবে তার জন্য তো অপেক্ষা করতেই হবে। জিনিসগুলো নষ্ট হলে আর কি করা যাবে। পিছনের আবর্জনা পুরসভার নিয়ে যাওয়ার কথা। তারা না নিলে আমরা কি করতে পারি।'

ডায়মন্ড হারবারের পৌরসভার চেয়ারপার্সন মীরা হালদার বলেন, 'এই বিষয়টি নিয়ে হোটেল কর্তৃপক্ষ আমাদের কিছু জানাননি, কিছুদিন আগেই জানিয়েছে। সারাদিনের আবর্জনা তুলতে গেলে কমপক্ষে দুটি গাড়ি হোটেলের জন্য বরাদ্দ করতে হবে। এখন আমাদের গাড়ির একটু অসুবিধা আছে বলে এই কাজটি শুরু করা যাচ্ছে না। এই মাসেই শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

রাজনীতি পছন্দ করে না 'মাধ্যমিকে পঞ্চম' দিগন্ত

মেহবুব গাজি ও বিশ্বজিৎ পাল

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর থানার মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র। বাড়ি কমলপুর গ্রামে। এবারের মাধ্যমিকে যুগ্মভাবে পঞ্চম ও জেলার মধ্যে প্রথম দিগন্ত দাস। বাবা–মা দু'জনেই শিক্ষাব্রতি। বাবা জয়দেব দাস সাগরের খানসাহেবাদ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। মা কুহেলী দেবী রাধাকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষিকা। মোট প্রাপ্ত ৬৭৮ নম্বরের মধ্যে বাংলা ৯০, ইংরাজিতে ৯৬, অংক ১০০, ভৌতবিজ্ঞানে ৯৮, জীবনবিজ্ঞানে ৯৯, ইতিহাসে ৯৮, ভূগোলে ৯৭ পেয়েছে দিগন্ত। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ব্রহ্মচারী সৌম্যজিৎ অত্যন্ত তৃপ্ত দিগন্তের এই সাফল্যে। পঞ্চম শ্রেণি থেকে ছেলেটি এই স্কুলে পড়েছে। খুব যে বেশি সময় পড়ত দিগন্ত তা কিন্তু নয়। সকাল ৭.৩০ থেকে ৯টা অবধি পড়ে সাড়ে ১০টায় স্কুলে যেত। স্কুল শেষ হতেই ক্রিকেট মাঠে। তারপর সন্ধ্যায় সাড়ে ৭টা থেকে পড়াশোনা সাড়ে ১০টা অবধি। পাঁচ জন গৃহশিক্ষক পড়াশোনায় সাহায্য করেছেন তাকে। বিরাট কোহলির ভক্ত দিগন্ত পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে সময় কাটিয়েছে আইপিএল–এর ম্যাচ দেখে।

ছবি: শঙ্কর মণ্ডল

ফাঁকে ফাঁকে সিনেমা দেখা ছাড়াও ছবি আঁকা, রবীন্দ্রসঙ্গীত, আবৃত্তি চর্চা করে নিয়মিত। ক্যুইজ, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বহু পুরস্কারও পেয়েছে। একটা জিনিসই দিগন্তের তীব্র অপছন্দ, তা হল রাজনীতি। যৌথ পরিবারে বড় হওয়ার জন্য দিগন্ত খুব মিশুকে স্বভাবের। রেজাল্ট বেড়নোর বিকেলে ফাস্টফুড খেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সাফল্য সেলিব্রেট করেছে সে। ভবিষ্যতে তার ইচ্ছা নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং–এ ডিগ্রি কোর্স করার। দিগন্ত বলে, বাবা–মা ও স্যারেরা আমাকে সবসময় স্বপ্ন দেখিয়েছেন বড় সাফল্য পাওয়ার জন্য।

মাতলার চরে খাস জমি দখল নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার সন্ধ্যো সাড়ে ৭টায় জয়দেবপল্লী গ্রামে খাস জমি দখল নিয়ে তৃণমূল ও কংগ্রেস দুই দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে তৃণমূলের ৫ জন ও কংগ্রেসের ৩ জন জখম হন। জখম তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন বুলু মণ্ডল, সুভাষ মণ্ডল, শিবানী মণ্ডল, পুতুল মণ্ডল ও কৃত্তিবাস গায়েন। কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে ছিলেন গোপাল কুণ্ডু, অন্নপূর্ণ কুণ্ডু ও বিধান বারুই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই গ্রামের ক্যানিং–মাতলা নদী সংলগ্ন ফাঁকা চরে বেশ কয়েকবছর ধরে স্থানীয় শিশুরা খেলাধূলো করে। এই জমির আশেপাশে কয়েক হাজার মানুষের বসবাস। এদিন হঠাৎই এই জমিতে বাঁশের খুঁটি পুঁতে কিছু মানুষ ঘর তৈরি করতে গেলে দুই রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে প্রথমে বচসা পরে সংঘর্ষ শুরু হয়। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ক্যানিং মহকুমা তৃণমূল যুব সভাপতি তথা ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস বলেন, বহিরাগত এক ব্যক্তিকে সরকারি খাস জমিতে কংগ্রেসের কিছু কর্মী ৬০ হাজার টাকা নিয়ে ঘর তুলতে বলে। সেই ঘর বাঁধার সময় তৃণমূল সমর্থকরা বাধা দেয়। এই ঘটনায় তার প্রতিবাদ জানিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অপরপক্ষে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অর্ণব রায় বলেন, ওই চরের জমি তৃণমূল নেতাদের মদতে কিছু মানুষ জবর দখল করছিলেন। তাতে দিঘিরপাড় গ্রামপঞ্চায়েতের কংগ্রেস সদস্যা অন্নপূর্ণা কুণ্ডু এবং তাঁর স্বামী ও অপর একজন কংগ্রেস সদস্য আপত্তি জানালে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁদের মারধর করে জখম করে। এই ইস্যুতে তাঁরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, খাস জমি কেন্দ্র করে দুটি বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে গণ্ডগোল বাঁধায় কয়েকজন জখম হয়েছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অঞ্চলে পুলিশ টহল চলছে। ক্যানিং মহকুমা বিজেপি'র সাধারণ সম্পাদক তাপস চ্যাটার্জি বলেন, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালাচ্ছে। প্রশাসন এ ব্যাপারে নীরব দর্শক বলে তাঁর অভিযোগ। তাঁর আরও অভিযোগ, বিজেপি সমর্থক নীহার রপ্তানের বাড়ি, পিয়ালি ইটখোলাতে বিজেপি সমর্থকদের বাড়ি, গোসাবা পশ্চিমের রাধানগরে সুকুমার মণ্ডলের বাড়িও ভাঙচুর করেছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রাপ্ত দুষ্কৃতীরা। অপরদিকে ক্যানিং–১ ব্লকে আলা উদ্দিন মোল্লার নেতৃত্বে বেশকিছু সংখ্যালঘু মানুষসহ ৪০০ জনবিজেপিতে যোগদান করেছেন বলে তিনি জানান।

বজবজে মোদি ঝড়ে চারবারের বিধায়ক অশোক দেবের তৃণমূলের দুর্গ টলমল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভা মূলত চারবারের তৃণমূলের বিধায়ক তথা বিধানসভার পরিষদীয় সচিব অশোক দেবের সুরক্ষিত দুর্গ। গত ২০১১ সালের বিধানসভায় তিনি এই কেন্দ্র থেকে প্রায় ৪৭০০০ ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। কিন্তু এবার লোকসভা নির্বাচনে মোদি ঝড়ে অশোক দেবের দুর্গও টলমল। বজবজ কেন্দ্রে তৃণমূল লিড পেয়েছে মাত্র ৪৫৭৫ ভোটে। সকলের ধারণা ছিল ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে সাতটি বিধানসভার মধ্যে বজবজ কেন্দ্র সব থেকে বেশি লিড দেবে। কেউ বলেছিলেন ৩০০০০ কেউবা ৪০০০০। কারণ লোকসভা নির্বাচনের আগে বজবজ কেন্দ্রের হেভিওয়েট কংগ্রেস প্রার্থীরা তৃণমূলে যোগদান করেছিলেন। যেমন পূজালী পৌরসভার কংগ্রেসী চেয়ারম্যান ফজলুল হক, ভাইস চেয়ারম্যান রীতা পাল সহ সব কংগ্রেসী কাউন্সিলাররা। বজবজ পুরসভার কংগ্রেসী ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত–সহ কংগ্রেসী কাউন্সিলারও তৃণমূলে যোগদান করেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে পূজালী পৌর এলাকার মাত্র ১৬০০ এবং বজবজ পৌর এলাকায় মাত্র ৩২০০ ভোটে লিড পেয়েছে তৃণমূল। গ্রামীণ এলাকাতেও অনেক অঞ্চলে বিজেপির উত্থানে তৃণমূলে ব্যাক ফুটে চলে গিয়েছে।

বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি ভোট পেয়েছে ৩৬৫০৪টি।

গণনার দিন বজবজ কেন্দ্রে অনেক ওয়ার্ড ও বুথে বিজেপির ভোট প্রাপ্তি দেখে ডান–বাম নেতারা অবাক হয়ে যান। ইতিমধ্যেই তৃণমূলের ভোট কম পাওয়া নিয়ে দলের মধ্যে অনেক গুঞ্জন শুরু হয়েছে। বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক গৌতম দাশগুপ্ত জানান, বিজেপির উত্থানেই তৃণমূলের ভোট কমেছে।

তবে এর কারণ খুঁজে বার করার জন্য আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছে। আগামী দিনে সংগঠনকে মজবুত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

শোক সংবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বেহালা এক বেসরকারি হাসপাতালে ২০ মে, ২০১৪ রাত ১১টার সময়ে পরলোকগমন করলেন রবীন্দ্রনাথ নন্দী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। দীর্ঘদিন নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি।

একসময় বহু প্রতিকূলতার মধ্যে আলিপুর বার্তাকে নিজের হাতে সাজিয়ে তুলতেন রবীন্দ্রনাথবাবু।

এমন এক বন্ধুকে হারিয়ে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

পর্যটনকে প্রাধান্য দিতে লড়বেন জাটুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর (তপশিলি) লোকসভা কেন্দ্রের পুনর্নির্বাচিত তৃণমূল সাংসদ চৌধুরী মোহন জাটুয়া নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে যোগদান করতে যাওয়ার আগে জানালেন, এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য এবার তিনি পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য সংসদের জোড়দার আওয়াজ তুলবেন। এই কেন্দ্রের অন্তর্গত রায়দিঘি, নামখানা, বকখালি, সাগরদ্বীপ এলাকায় ইকো–ট্যুরিজম'র উন্নতির জন্য তাঁরা তীব্র লড়াই করবেন। ১৮–২৭ বছর বয়সের যুবক–যুবতিদের কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষভাবে নজর দেওয়া হবে। বিগত ৫ বছরে তাঁর কেন্দ্রে সাংসদ তহবিল থেকে ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। নির্বাচনের জন্য যে প্রকল্পগুলি আটকে আছে তার মধ্যে নামখানায় হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ, রায়দিঘি ও বকখালিতে কটেজ নির্মাণ ও অঞ্চলের দ্বীপগুলিতে বিদ্যুৎ ও পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্পে গতি এনে শীঘ্রই কাজ শেষ করা হবে। পান চাষ এই অঞ্চলে বিশাল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান করে। তাই বিজ্ঞান প্রযুক্তির মাধ্যমে পান চাষের উৎপাদন ও বিদেশের বাজারে পানের রপ্তানির বিষয়টি তিনি সংসদে তুলে ধরবেন। এছাড়া এই অঞ্চলে লবণ শিল্পের পুনরুত্থানের লক্ষ্য নিয়ে শিল্পপতিদের আহ্বান করা হবে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে রাস্তাঘাট নির্মাণ, জল ধরো প্রকল্প, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, স্কুল গুলিতে ল্যাব–কম্পিউটার তৈরি প্রভৃতি বিষয়ে অগ্রনি হবেন তিনি। কাকদ্বীপ কেন্দ্রে বিধায়ক ও রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, সাংসদ জাটুয়াকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা এই এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডকে সার্থক করে তুলবেন।

মিষ্টি মুখে নারাজ বিক্ষুব্ধরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা: সোমবার সকালে জীবনতলা থানা এলাকায় ১৪টি দোকান খোলার দাবিতে 'সেভ ডেমোক্রেসি' নামক একটি সংগঠনের সদস্যরা ডেপুটেশন দেন এসডিপিও বিশ্বনাথ মাহাতোর কাছে। এই সংগঠনের প্রতিনিধি দীপক ঘোষ বলেন, লোকসভা নির্বাচনের পর সন্ত্রাসের বলি হয়ে এই দোকানগুলি খুলতে পারছে না। প্রশাসন বিষয়টি না দেখলে তারা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন আব্দুল রেজ্জাক মোল্লা, সুনন্দ সান্যাল, দীপক ঘোষ প্রমুখ।

ক্যানিং–২ ব্লক সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সওকত মোল্লা এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে আসেন প্রতিনিধিদের মিষ্টি মুখ করানোর জন্য। কিন্তু বিক্ষুব্ধ প্রতিনিধিরা কেউ তা স্পর্শ করেননি।

ফিল্মিয়া

বাংলা ছবি বিপণনে নতুন মাত্রা আনছেন শম্ভুনাথ

অভিমন্যু দাস: 'ফিল্মের ব্যবসা হল সোনা ব্যবসার মতো। চিরকাল পয়সা দেবে। একটা বড় গাছের মতো সারা জীবন ছায়ার পরিবর্তে পয়সা দেবে। শুধু হলে ক'দিন চলল সেটাই বড় কথা নয়। সিনেমার গানের স্বত্ব, ভিডিও স্বত্ব বিভিন্ন টিভি চ্যানেলকে বিক্রি করে এবং বিদেশে যে প্রচুর সংখ্যক বাঙালি রয়েছেন সেই বাজারটাকে ঠিকমতো ধরতে পারার পাশাপাশি পাঁচ বছর পর শুধু টিভিতে নয়, হলে পুনর্মুক্তি করিয়ে যে কোনও ছবিতেই প্রযোজক–পরিবেশকরা লাভ তুলে আনতে পারেন। আসলে অধিকাংশ বাঙালি প্রযোজক এই ব্যবসায় এসে অসৎ সংসর্গে মিশে পয়সা নষ্ট করে ফেলেন। ফলে ছবি লাভের মুখ দেখতে পায় না, আর দুর্নাম হয় সিনেমা জগতের। এই চিরাচরিত ধারণা যে ভুল তা প্রমাণ করাই আমার প্রথম কাজ। ব্যবসাকে ব্যবসার মতোই মর্যাদা দিতে হবে। নিজেকে সৎ রেখে এবং সস্তা প্রলোভন রেখে দূরে সরিয়ে ব্যবসা করতে পারলে কোনও ব্যবসাতেই লোকসান হয় না। মাড়োয়ারি–গুজরাটিরা ছবির ব্যবসা করে লাভবান হন বলেই টাকা ঢালেন। তাহলে বাঙালিরা কেন পিছিয়ে পড়বেন? প্রত্যেক ব্যবসাতেই শুরুর দিকে একটা সমস্যা থাকে। আমার প্রথম ছবির ক্ষেত্রও তা রয়েছে। প্রথম দিনেই কেউ একশ শতাংশ লাভ করতে পারে না। প্রথমবার যে ক্ষেত্রগুলিতে ক্ষতি হবে পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতা থেকে পূরণ করে নেব। ছবি তৈরির ব্যবসায় যখন আমি এসেছি, দেখবেন আমি বিজয়ীর শিরোপা মাথায় তুলব।' একনাগাড়ে এতগুলি কথা বললেন সোনারপুরের তরুণ উদ্যোগী জনপ্রিয় মানুষ শম্ভুনাথ মণ্ডল।

ছবির মহরতে প্রযোজক শম্ভুনাথ মণ্ডল, শতাব্দী মণ্ডল, পরিচালক তুফান, অভিনেতা অনিন্দ্য, সুছন্দা ও অন্য কলাকুশলীরা। *ছবি: প্রতিবেদক*

আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ এই যুবক সম্প্রতি একটি বাংলা ছবি প্রযোজনা করছেন। আসলে জীবনটা শম্ভুবাবু খুব স্বচ্ছভাবে দেখেন এবং বাণিজ্য করতে গিয়ে কোনওদিন নোংরামিকে প্রশ্রয় দেননি। তাঁর ছবির গল্পটিও একটি আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে। একটি মেয়ে সমাজের নোংরা পরিবেশ থেকে সুন্দর পরিবেশে নিজের উত্তরণ ঘটানোর জন্য কীভাবে সংগ্রাম করেন – তাহল এই ছবির মূল বিষয়।

কীভাবে ছবি করতে এলেন সেই প্রসঙ্গে শম্ভুবাবু জানালেন, 'ছবির পরিচালক তুফান বেশ কয়েকবছর ধরেই টলিউডের নামী পরিচালকদের সহকারী রূপে কাজ করেছেন। নিজের ছবি করার প্রতিভা থাকলেও প্রযোজক পাননি। এবার সেই সুযোগটা তাঁকে আমি করে দিয়েছি।' মাত্র দেড় মাসের প্রস্তুতিতে ছবির কাজ শুরু হলেও শম্ভুবাবুর আপাতমস্তক সততা ও বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক বিপণন এবং ছবির গল্পের দৃঢ়তা ছবিটিকে সাফল্যের পাদপীঠ স্পর্শ করাবে বলেই টলিউডের অভিজ্ঞ মানুষরা মনে করছেন। মাত্র ২৮ দিনে ছবির শ্যুটিং পর্ব শেষ হবে। ছবির প্রত্যেকটি পদক্ষেপ করা হচ্ছে একেবারে অঙ্ক কোষে। কলকাতায় বেশিরভাগ শ্যুটিং হলেও উত্তরবঙ্গের অনবদ্য প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবির কিছু অংশ চিত্রায়িত হবে।

ছবির গল্প করতে করতেই চলে এল শম্ভুবাবুর নিজের জীবনের কথা। আবেগ তাড়িত কণ্ঠে বললেন, 'দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে ছিলাম। বাবার প্রচুর জমিজমা থাকলেও প্রথাগত শিক্ষায় বেশিদূর এগোনো হয়নি। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম কাজের জগতে। প্রচুর পরিশ্রম করে এই জায়গায় আসতে পেরেছি বলে সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করি। আমার স্ত্রী অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত মহিলা। ফুটবল আমার প্রাণ। সোনারপুর অঞ্চলে একটি বড় ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করি। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে জমি কেনাবেচার সূত্রে প্রচুর মানুষকে দেখেছি। তাই মানুষের চরিত্র ও জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে নেশার কোনও স্থান নেই। অর্থের চাহিদার শেষ নেই। কিন্তু একটা মানুষ একসঙ্গে দুটো ব্যবসা করতে পারেন। কিন্তু তার অধিক করতে গেলেই ব্যবসা আর ব্যবসার জায়গায় থাকে না। চলে আসে দুর্নীতি, যা নিজেকে ধ্বংস করে দেয়।'

শম্ভুনাথ মণ্ডল প্রযোজিত, শতাব্দী ফিল্মসের ব্যানারে, তুফান পরিচালিত ছবির নাম ব্রাত্য। ছবির কাহিনীকার পরিচালকত স্বয়ং। চিত্রনাট্য ও সংলাপ অনুপম চক্রবর্তী। সিনেমাটোগ্রাফার রতন মণ্ডল। সঙ্গীত পরিচালক অনির্বাণ রায়। গান গেয়েছেন রূপঙ্কর, রূপম ইসলাম, নচিকেতা ও পটা। অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, কাঞ্চন মল্লিক, ঋতাদত্ত চক্রবর্তী, কুশল চক্রবর্তী, মৌমিতা গুপ্ত, সোহিনী, সুছন্দা, অনিন্দ্যপুলক ব্যানার্জি, পাপিয়া দেবরাজন, অর্ণব ব্যানার্জি ও আরও অনেকে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ২৪ মে–৩০ মে, ২০১৪

এটাই তো ভারতীয় সংস্কৃতি

বিপুল জনসমর্থনে ভর করে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রীত্বের পথে। গণতন্ত্রের নিয়মই তাই। নির্বাচনের পর কেউ না কেউ প্রধানমন্ত্রী হবেন, সরকার গঠন করবেন। কিন্তু নির্বাচনের ফল ঘোষণা ও প্রধানমন্ত্রীত্বের শপথের মাঝখানে কটা দিন নরেন্দ্র মোদি আমাদের বিস্মিত করলেন। তাঁর আবেগমথিত কথাবার্তায়, চালচলনে প্রত্যাশিত সংস্কৃতিটাকে বহুদিন পর ফিরিয়ে দিলেন ভারতের রাজনীতিতে।

কয়েকমাস আগেও প্রচারের কোলাহলে কেউ জানতে পারনি নরেন্দ্র মোদি ব্যক্তিটা কেমন, কোন ম্যাজিকে তিনি গুজরাটকে মডেল করে তুলেছেন। সংসদ ভবনে পদার্পণ ও গুজরাট বিধানসভা থেকে মোদির বিদায় মুহূর্তে সব ধ্যানধারণা ওলট পালট হয়ে গিয়েছে বিরোধীদের প্রতি মোদির মনোভাব দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা না থাকলে সম্ভব নয়। বিরোধীদের কার্যত ধুলিসাৎ করে দিয়ে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি আসনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আসা মোদি যেভাবে দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসার কাহিনী শুনিয়েছেন, সকলের চোখে জল এনে দিয়েছেন তাতে ভারতীয় গণতন্ত্রের উপর শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।

জনগণ তো উজাড় করে সমর্থন দিয়েছে, এবার রাজনীতিকদের সমর্থনের পালা। সমস্ত দ্বিধা–দ্বন্দ্ব, জাত–পাত, সম্প্রদায় ভুলে এমন একজন জাতীয়তাবাদী ভারত সন্তানের পাশে দাঁড়িয়ে দেশকে গড়ে নেওয়াই এখন রাজনীতিকদের প্রধান কর্তব্য। যাঁরা নানা কৌশলে, রাজনৈতিক ফায়দায় সমীকরণের জালে জড়িয়ে এই কর্তব্য এড়িয়ে যাবেন লাভ তো দূরে থাক ভবিষ্যতে রাজনীতির আঙিনা থেকে মুছে যাবেন তাঁরা।

হিন্দু–মুসলমান, জাত–পাতে সংরক্ষণে, বঞ্চনা–নিপীড়ন, দুর্নীতি–স্বজনপোষণ অনেক তো হল। এবার এসব থাক না। আগামী পাঁচ বছর হোক ভারত গড়ার যুগ। শুধু রোজগার–ভোগ–বিলাসে নয়, আদর্শে সংস্কৃতিতে ফের জেগে উঠুক ভারত। ঝাঁপিয়ে পড়ুন সকলে। এরই পাশাপাশি যারা এমন ভারত গড়ার বিরোধী তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হোক ভারত থেকে। আর কলুষতা, আবর্জনা বইতে পারছে না ভারত। ভাবী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্রোতস্বিনী জাহ্নবী গঙ্গা নির্মল করার কথা বলেছেন। সঠিক পরিকল্পনা। এর সঙ্গে ভারত নির্মল অভিযানও চালাতে হবে। এর জন্যই ভারত গড়ার শপথ নিতে হবে সকলকে।

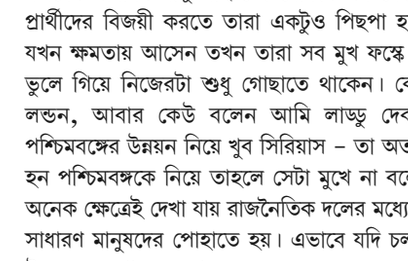

নতুন সরকারের কাছে আমাদের চাহিদা

প্রত্যেকবারই এক একটা ইস্যু নির্বাচনে প্রাধান্য পায়। এবারেও নির্বাচনে প্রায় অন্যান্য বারের মতোই দুর্নীতি প্রধান ইস্যু হয়েছে। দেশবাসী কখনই চান না তাদের ট্যাক্সের পয়সা রাজনীতিকরা চুরি করে ধনী হোক। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসার পর বিপুল পরিমাণ আর্থিক কেলেঙ্কারীর পাঁকে তলিয়ে যায়। সত্যি কথাটি হল প্রার্থীদের চাহিদা যাই থাকুক ভোটারদের চাহিদা অতি অল্প। বেকারত্ব দূরীকরণ, মহিলাদের সুরক্ষা পথঘাটের উন্নয়ন, রাস্তাঘাটে আলো, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির হার কম, বাস–অটোর নায্যমূল্য নির্ধারন, সার্বিক ও উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা, জল, সরকারি অফিসে মানবিক ব্যবহার এই ধরনের সামান্য চাহিদা সাধারণ ভোটাররা প্রত্যাশা করেন। এমন দেশসেবা করার জন্য প্রতি নির্বাচনেই প্রচুর প্রার্থী ও রাজনৈতিক দল প্রতিশ্রুতির ঝুড়ি নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হন। বর্তমানে আমরা সবাই আধুনিকতা ও তথ্যের ভাণ্ডার – এর যুগে বাস করছি এখানে যদি কেউ ক্ষমতায় এসে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে দাঙ্গা শুরু করে তাহলে তাকে শিক্ষিত মূর্খ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। দেশের উন্নতির জন্য দরকার সার্বিক শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ যেখানে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে অযথা বিতর্ক সৃষ্টি হলে উন্নতির জায়গায় দুর্নীতি হবে। যারা অবৈধভাবে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে এখানে রোজগার করছেন এবং তাঁদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করার মতো এলোমেলো কথা না বলে যদি একটু উন্নয়নের কথা বলেন তাহলে শুনতেও ভাল লাগে। ক্ষমতায় আসার আগে ওরকম বড় বড় কথা অনেকেই বলে কিন্তু পরে কাজে কিছুই করেন না। স্বাধীনতার আগে ইংরেজরা আমাদের লুটছিল কিন্তু এখন দেশের লোকেরাই আমাদের লুটছে, ৩৫ বছর রাজত্ব করে রাজ্যে কোনও পরিবর্তন করতে পারেনি, দিদির সরকার নাকি ৫ বছরে সেই পরিবর্তন করবে। সাধারণ মানুষরাই তো বোকা। সব কেলেঙ্কারির কথা ভুলে গিয়ে প্রার্থীদের বিজয়ী করতে তারা একটুও পিছপা হন না। আর সেই প্রার্থীরা যখন ক্ষমতায় আসেন তখন তারা সব মুখ ফস্কে বলে ফেলা প্রস্তাবের কথা ভুলে গিয়ে নিজেরটা শুধু গোছাতে থাকেন। কেউ বলেন কলকাতা হবে লন্ডন, আবার কেউ বলেন আমি লাড্ডু দেব, অনেকে বলেন আমি পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে খুব সিরিয়াস – তা অতই যদি আপনারা সিরিয়াস হন পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে তাহলে সেটা মুখে না বলে কাজে করে দেখান না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোনও সমস্যা হলে সেটা সাধারণ মানুষদের পোহাতে হয়। এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে দেশের উন্নয়নের কথা ভুলে যান।

ফারহিন খাতুন, কলকাতা–

অমৃতকথা

২৩৬। প্রশ্ন– প্রকৃত প্রচার কিরূপ?

উত্তর– লোককে না ভজিয়ে আপনি ভজলেই যথেষ্ট প্রচার হয়, যে নিজে মুক্ত হতে চেষ্টা করে, সেই যথার্থ প্রচার করে, যে নিজেই মুক্ত, হাজার হাজার লোক কোথা থেকে আপনি এসে তার কাছে শিক্ষা নেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঠাকুর বলতেন, গোলাপ ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে।

২৩৭। ভাগাড়ে মড়া পড়ে থাকে, কেউ হাড়গিল্লে শকুনিদের ডাকতে যায় না, অথচ কোথা হতে শত শত শকুনি এসে জোটে।

২৩৮। আগুন দেখলে কোথা থেকে পতঙ্গ উড়ে এসে তাতে প্রাণ দেয়, আগুণ কোন দিন পতঙ্গকে ডাকতে যায় না। সিদ্ধ পুরুষদের প্রচারও সেই রকম। তাঁরা কাউকে ডাকতে যান না, অথচ কোথা থেকে শত শত লোক আপনি এসে তাঁদের কাছে শিক্ষা নেয়।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

অহংকার ও অদূরদর্শিতার জন্য

নতুন শত্রু বিজেপি'কে চিনতে পারেনি তৃণমূল

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

সদ্য অনুষ্ঠিত হওয়া লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে অশনি সংকেত হিসেবে দেখা গিয়েছে। সকলেই জানান, সারা দেশের মোদি ঝড় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। তৃণমূল কংগ্রেস এই রাজ্যে ৪২টির মধ্যে পেয়েছে ৩৪টি আসন। প্রতিটি লোকসভা আসনের মধ্যে থেকে সাতটি বিধানসভা। অর্থাৎ রাজ্যের ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২৪টি বিধানসভা। বিজেপি তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের

চেয়ে এগিয়েছিল। এই বিধানসভা কেন্দ্রগুলি হল ভবানীপুর, জোড়াসাঁকো, শ্রীরামপুর, ভাটপাড়া, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, কালচিনি, নাগরাকাটা, ফাঁসি দেওয়া, কার্শিয়াং, কালিম্পং, মাটিগাড়া –নকশালবাড়ি, ইংরেজবাজার, ইসলামপুর, বসিরহাট–দক্ষিণ, আসানসোল–উত্তর, আসানসোল–দক্ষিণ, মাদারিহাট, কৃষ্ণনগর উত্তর, কুলটি, বিধাননগর, বারাবণি, রানিগঞ্জ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতার ভবানীপুর (রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী কেন্দ্র), উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো এবং বিধাননগরে বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে। ওয়ার্ডভিত্তিক হিসাবে জানা গিয়েছে, কলকাতা পুরসভায় তাদের তিনজন কাউন্সিলার আছে। অর্থাৎ সাম্প্রতিক নির্বাচনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, ক্রমশই রাজ্যে এবং শহর কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে আসনের নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে, বিজেপি পেয়েছে প্রায় ১৭ শতাংশ ভোট। এর মধ্যে ১৩টি আসনে তাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ২০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা আসনের যে ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থী সুব্রত বক্সী থাকেন, সেখানে বিজেপি প্রার্থী তথাগত রায় ৬০০ ভোটে তাঁকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন। কলকাতা পৌরসংস্থার চেয়ারম্যান সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওয়ার্ডেও বিজেপি প্রায় হাজার খানেক ভোটে তাদের নিকটতম তৃণমূল প্রার্থীকে পরাজিত করেছে।

প্রশ্ন উঠেছে, কেন এমন হল? অনুসন্ধান করে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, নতুন ভোটারসহ তরুণ–তরুণীরা শাসকদলের চেয়ে অনেক বেশি করে বিজেপি'র দিকে ঝুঁকছেন। দ্বিতীয়ত, মূলত অবাঙালিরা যে সব এলাকায় বেশিমাত্রায় বসবাস করেন, সেখানে বিজেপি'কে সমর্থন করার প্রবণতা বেশিমাত্রায় চোখে পড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা এখন আড়ালে আবডালে স্বীকার করেছেন, তৃণমূলের মূল লড়াই হচ্ছে এবং বিজেপি'র সঙ্গে। রাজ্যের শাসক দলের এইভাবে পিছিয়ে পড়ার আর একটি কারণ হল, তাদের প্রার্থীদের অহংকার ও ব্যবহার। দক্ষিণ কলকাতার তাদের প্রার্থী সুব্রত বক্সীকে কেমন দেখতে, তা ওই কেন্দ্রের অনেক মানুষই জানেন না। তাছাড়া তাঁর অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার কেন্দ্রের সাধারণ মানুষকে প্রায়শই মানসিক কষ্ট দেয় বলে অভিযোগ শোনা যায়। উত্তর কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েও প্রায় একই অভিযোগ শোনা যায়। নিন্দুকেরা বলেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গায়ের রঙ কালো হয়ে যাবার আশঙ্কায় নির্বাচনী কেন্দ্র কেন, কোথাও বের হতে চান না। কিন্তু এবারের লোকসভা নির্বাচনে স্পষ্টভাবে জনাদেশ দিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা–নেত্রীরা যদি এখনও তাদের সংযত না করেন এবং জনসংযোগ বৃদ্ধি

সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেসকে জেনে গিয়েছেন তৃণমূলীরা। কিন্তু বিজেপি'কে নিয়ে বোধ হয় একটু অন্যভাবে চিন্তাভাবনা তথা সতর্ক হওয়ায় সময় এসেছে।

না করেন, তাহলে আগামী কলকাতা পুরসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি'র জয় অবশ্যম্ভাবী।

শুধু শহর কলকাতাতেই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে সিপিআই(এম) উল্লেখযোগ্য আসনগুলিতে গোহারা হেরে যাওয়ার ফলে, বিজেপি সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে। মেদিনীপুর লোকসভা নির্বাচনী কেন্দ্রের অন্তর্গত নারায়ণগড় কেন্দ্রের বিধায়ক পদে আসীন রয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলের নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র। সেই কেন্দ্রেও বিজেপি পেয়েছে ১৭,৫৫০ টি ভোট। সেখানে প্রথম স্থানে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কোনও কোনও মহল থেকে বলা হচ্ছে, এতদিন এই রাজ্য শুনেছে সায়েন্টিফিক রিগিং এর কথা। এবার তারাই দেখল, সায়েন্টিফিক ও সিক্রেট ভোটিং–এর কথা। এই নির্বাচনে সিপিআই(এম)–এর ৬ শতাংশ ভোট বিজেপি'র পক্ষে গিয়েছে বলে বিশেষ সূত্রের খবর। এক্ষেত্রে বোধ হয় সিপিআই(এম)–এর গণনায় কিছু ভুল হয়ে গিয়েছে। তাঁরা হয়ত ভেবেছিলেন, তৃণমূলের বড় অংশ বিজেপিকে ভোট দেবে। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেননি। এতদিন যাঁরা নিজেদের অথবা তাঁদের ব্যবসায়ের স্বার্থে সিপিআই(এম)–কে সমর্থন করেছেন, তাঁদের আনুগত্যে যথেষ্টই খামতি ছিল। মনে রাখতে হবে, রাজ্যে বসবাসকারীদের অনেকেই এখানে থাকলেও তাঁরা এই রাজ্যকে নিজেদের জায়গা বলে বিশ্বাস করেন না। তাই সাধু সাবধান। সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেসকে জেনে গিয়েছেন তৃণমূলীরা। কিন্তু বিজেপি'কে নিয়ে বোধ হয় একটু অন্যভাবে চিন্তাভাবনা তথা সতর্ক হওয়ায় সময় এসেছে। নাহলে দু'বছরের মধ্যে পাশার দান উল্টে যেতে সময় লাগবে না।

কোনোদিন সৎ সাংবাদিকতা থেকে সরবে নাঃ রুসি মোদি

নিজস্ব প্রতিনিধি: রুসি মোদির নাম অনেক আগে থেকে শুনলেও, প্রথম তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল এক বিচিত্র পরিস্থিতিতে, ১৯৯২ সালে। তখন আমি যুক্ত রয়েছি অধুনালুপ্ত দৈনিক সংবাদপত্র 'ওভারল্যান্ড'–এর সঙ্গে। তার কিছুদিন আগে টাটা কোম্পানি ছেড়ে নিজে থেকে আলাদা ব্যবসা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রুসি মোদি। সংস্থার নাম দিয়েছিলেন 'মোবার ইন্ডিয়া লিমিটেড'। একদিন ভ্রাতৃপ্রতিম অশোক বরণ কুণ্ডু উচ্ছ্বসিত হয়ে ফোন করে বললেন, দাদা, একটা দারুণ খবর আছে। আগামী পরশু রুসি মোদি প্রথম আসবেন তাঁর নতুন অফিসে, 'জীবনসুধা বিল্ডিং'–এ। তারিখটা মনে না থাকলেও পরের দিন বাংলা বনধ ডাকা হয়েছিল। খবরটা সরাসরি জানালাম সম্পাদক অজিত কুমার ভাওয়ালকে। তিনি নির্দেশ দিলেন, এই বিষয়ে আগাম কাউকে জানানোর প্রয়োজন নেই। শুধু ফটোগ্রাফার উৎপল সরকারকে নিয়ে যেন নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যেন ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাই।

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমরা দু'জনেই পৌঁছে গিয়েছিলাম মধ্য কলকাতার জীবনসুধা বিল্ডিং–এর সামনে। একসময় তিনি এলেন আমাদের পরিচয় জানার পর কিছুটা হতবাক হয়ে গিয়ে বললেন, প্রেস! আজ আমি এখানে আসব, কারুর তো জানার কথা নয়। ঠিক আছে, আসুন আপনারা আমার সঙ্গে।

লিফটে করে পৌঁছে গেলাম সিক্সথ ফ্লোরে অর্থাৎ সাত তলায়। বিশাল হল ঘরে ঢুকে দেখলাম, সব চেয়ার টেবিলগুলি উল্টো করে পাতা, শুধুমাত্র একটা ছাড়া। সেটা রাখা হয়েছিল খোলা জানলার ধারে। বললাম, এত বড় বাড়ির সাততলাটা বেছে নিলেন কেন. একটু মনক্ষুণ্ণ ভাব দেখিয়ে উত্তর দিলেন, আমি চেয়েছিলাম টপ ফ্লোরে অফিস করতে। কিন্তু পাওয়া যায়নি। আসলে আমি জীবনের সব কাজে, সব ক্ষেত্রে টপেই থাকতে চাই। কখনও নিচে নামতে চাই না।

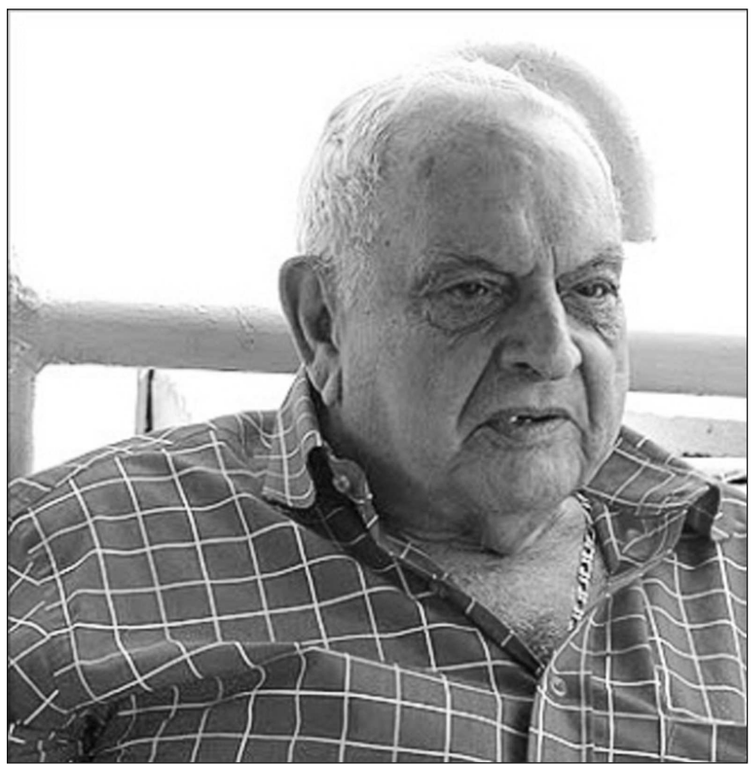

বললাম, আপনি তো এতদিন লোহা বিক্রি করেছেন, কিন্তু ফুটবল আকাদেমি করলেন কেন. হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, বোঝা গেল না! কেন ফুটবল আকাদেমি তৈরি করেছিলাম। শোন, কয়েক বছরের মধ্যে সারা দেশে নতুন নতুন লোহা তৈরির সংস্থার আবির্ভাব হবে। তখন কিন্তু মানুষ বিবেচনা করে দেখবে, কোনটা ভাল। ব্যবসায় একটা কথা আছে, 'ইমেজ বিল্ডিং', যাকে আমরা বলি 'গুডউইল'। আর একটা কথা বলি। শুধু ব্যবসা করব আর দেশের কোনও কাজে নিজেকে নিয়োজিত করব না, তা হয় না।

জানো তো পৃথিবীর সব দেশের মতো, এদেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যেও একটা ভাবনা চালু হয়েছে। পরিভাষায় যাকে বলা হয়, 'কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (সি.এস.আর)। ব্যবসায়ে লাভের একটা শতাংশ এই খাতে দেশের মানুষদের স্বার্থে ব্যয় করতে হবে। এই দায়িত্ব পালনের প্রেক্ষিতেই আমি 'টাটা ফুটবল আকাদেমি' তৈরি করিয়েছি। মাত্র কয়েকবছর হল এই আকাদেমি তৈরি হয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যেই এই আকাদেমিই দেশের ফুটবল মানচিত্রকে পাল্টে দেবে বলে আমার স্থির বিশ্বাস। এরপর নানান কথার পর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় বলেছিলেন, একটা অনুরোধ করছি, কোনওদিন সৎ সাংবাদিকতা থেকে সরে আসবে না। মনে রাখবে, সততার কোনও বিকল্প হয় না।

এরপর বেশ কয়েকবার আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস–এর আর্ট গ্যালারিতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে।

সবসময় তাঁর মুখে লেগে ছিল বিনম্র হাসি। গত শনিবার ১৭ মে ৯৭ বছর বয়সে তিনি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছেন। কিন্তু আজও এতদিন পরেও কানে কথাগুলি বাজছে, কোনওদিন সৎ সাংবাদিকতা থেকে সরে আসবে না। মনে রাখবে, সততার কোনও বিকল্প হয় না।

বাঙালিকে প্রতিকূলতার পাহাড় অতিক্রম করার স্বপ্ন দেখিয়েছেন ছন্দা

অভিমন্যু দাস

২০ তারিখ দুপুরে ইন্টারনেটে খবরটা দেখামাত্রই বুকের মধ্যে ঝলকে উঠল আড়াই মাস আগের সেই বিকেলটির কথা। এভারেস্ট জয় করে আসার পর হাওড়ার বাগপাড়ার বাড়িতে ছন্দা গায়েন সেদিন প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কাঞ্চনজঙ্ঘা যাওয়ার জন্য। তাঁর সেই প্রস্তুতির খবর প্রকাশিত হয়েছিল আলিপুর বার্তা'র ৮–১৪ মার্চ সংখ্যায়। প্রতিদিন সকাল বিকাল মিলিয়ে তরুণীটি ৮ ঘণ্টা কঠোর অনুশীলন করছিলেন। যার মধ্যে ছিল দৌড়, ওয়েট ট্রেনিং ও সাইক্লিং। কাঞ্চনজঙ্ঘা মূল লক্ষ্য হলেও সেদিনই বলেছিলেন অন্যান্য দুর্গম শৃঙ্গগুলো জয় করে একটা নতুন পথ খোলার ইচ্ছা তাঁর। বিশেষ করে উদগ্র বাসনা ছিল দুর্গম ইয়ালুংথাং শৃঙ্গ জয় করার। এই শৃঙ্গটি জয় করতে গিয়েই নিখোঁজ হয়েছেন ছন্দা গায়েন। সেদিন বিকেলে আরও বলেছিলেন, ''টেকনিক্যালি খুব কঠিন এই শৃঙ্গে ওঠা। চারদিকে খাড়া বরফের দেওয়াল, পরিভাষায় যাকে 'আইস ওয়াল' বলে। সেই বরফের দেওয়ালে উঠতে গেলে যে যে সমস্যা হয় সে সম্পর্কে আমার সঠিক কোনও ধারণা নেই। সম্পূর্ণ নতুনভাবে পথ তৈরি করে যেতে হবে। তাই যতক্ষণ না বেসক্যাম্পে যাচ্ছি ততক্ষণ কিছুই বলতে পারব না। সবটাই একটা অনুমানের ওপর রয়েছে। এগারো বছর আগে জাপানের একটি দল এই শৃঙ্গ জয় করেছিল। এরপর থেকে কোনও ভারতীয় ওখানে ওঠেনি। আগামী ৩১ মার্চ রওনা দেব। আবহাওয়া ঠিক থাকলে ২ এপ্রিল থেকে শুরু হবে এই ট্রেকিং। ১২ দিন ট্রেক করে পনেরো হাজার ফুট উচ্চতার কাঞ্চনজঙ্ঘার বেসক্যাম্পে পৌঁছাব। এই অভিযান শেষ করতে মোট সময় লাগবে প্রায় ৭০ দিন। সবটাই নির্ভর করছে আবহাওয়ার ওপর।'' সত্যি সেই আবহাওয়ার খামখেয়ালেই ছন্দাকে ছিটকে দিল বিজয় অভিযান থেকে। কেউ কেউ বলছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো কঠিন শৃঙ্গ জয়ের পর আবার কেন এরকম লোভ করতে গেলেন ছন্দা। আসলে এভারেস্ট জয় থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা যাওয়ার আগে পর্যন্ত ছন্দাকে যেটুকু দেখেছি ঘরকুনো বাঙালির অপবাদ ঘুচিয়ে জীবন–মৃত্যু, পায়ের ভৃত্য করার অদম্য তাড়না ছিল ছন্দার রক্তে। তাই এভারেস্ট জয় করেও সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিলেন আরও কঠিন অভিযান 'লুৎসে' জয় করতে। এই লুৎসে জয়ই তাঁকে সাহস জুগিয়েছিল। শুধু খ্যাতি নয়, অন্য একটা অনুভূতিও তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল এই অভিযানে। এভারেস্ট জয় করার পরের মুহূর্তটি সম্বন্ধে তিনি আলিপুর বার্তাকে বলেছিলেন, 'ছোটবেলায় দিদিমা–ঠাকুমা–দাদুর মুখে পাহাড়ে দেবদেবীদের থাকার গল্প শুনেছি। পর্বতের শিখরে পৌঁছে যেন সেই জগতটাকে যেন সামনে দেখতে পারছি। এভারেস্ট শিখরে জাতীয় পতাকা প্রথিত করে দেওয়ার সেই মুহূর্তের অনুভূতি কোনওদিন ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।'

এর থেকে বোঝা সম্ভব কেন ছন্দা লক্ষ লক্ষ টাকার ঋণ করেও ছুটে গিয়েছেন পাহাড় জয় করতে। এই প্রতিবেদন প্রেসে যাওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। জানি না তাঁকে জীবিত অবস্থায় বাগপাড়ার সেই বাড়ির ছাদে আবার তাঁকে সাইক্লিং করতে দেখতে পাব কিনা। পৌনে এক শতাব্দী আগে বিভূতিভূষণ শঙ্কর চরিত্রের মাধ্যমে বাঙালিকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন ঘরের কোণে না থেকে চাঁদের পাহাড় জয় করার। আর আজ ছন্দা একটা কথা প্রমাণ করে দিলেন, বাঙালি মেয়েরা সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বিশ্ব জয়ী হওয়ার দৌড়ে সামিল হতে পারে। ছন্দাকে যদি আমরা ফিরে না পাইও এই ঘটনা বাংলার ঘরে ঘরে হাজার ছন্দার জন্ম দেবে।

রাজ্যের নবনির্বাচিত সাংসদেরা কে কেমন ও কি চান

সংকলক : বরুণ মণ্ডল

লোকসভা আসন	সাংসদের নাম ও দল	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা	পূর্বাশ্রম	নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি
১। কোচবিহার	রেণুকা সিংহ (তৃণমূল কংগ্রেস)	৬৩	বিএসসি(বায়ো), বিএড	অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা, বর্তমানে অতিথি শিক্ষিকা	ছাত্রজীবনে কংগ্রেস। বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ।	কোচবিহারে মেডিক্যাল কলেজের কাজ দ্রুত শেষ করবেন।
২। আলিপুরদুয়ার (ত.উ.)	দশরথ তিরকে (তৃণমূল কংগ্রেস)	৪৫	বাণিজ্যে স্নাতক	রাজনীতি বর্তমানে তৃণমূলের সাংসদ।	আরএসপি বিধায়ক ও প্রতিমন্ত্রী ছিলেন,	চা-শ্রমিকদের এলাকায় জমির পাট্টা দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করব।
৩। জলপাইগুড়ি (তপ:)	বিজয়চন্দ্র বর্মন (তৃণমূল কংগ্রেস)	৫৬	এমএ, বিএড	রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্টার	বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে আন্দোলন।	তাতেই দলনেত্রীর নজরে আসা। হলদি বাড়ি-মেখলিগঞ্জ যোগাযোগের জন্য তিস্তায় দ্বিতীয় সেতু গড়ব।
৪। দার্জিলিং	সুরিন্দর সিংহ অহলুওয়ালিয়া (বিজেপি)	৬৩	বিএসসি, এলএলবি	রাজনীতি	রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ বাংলার জামাই। পূর্বে রাজ্যে ভোটে লড়েছেন। আসানসোলের এক সময়ের বাসিন্দা।	পাহাড়-সমতলে উন্নয়ন, বেকারত্বের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।
৫। রায়গঞ্জ	মহম্মদ সেলিম (সিপিএম)	৫৬	এমএ (দর্শন)	রাজনীতি	অভিজ্ঞ প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ এবং রাজ্যের প্রাক্তন যুবকল্যান মন্ত্রী। ২০০৪-এ লোকসভার সাংসদ।	আলাদা কোনও প্রতিশ্রুতি নয়, জেলার সার্বিক উন্নয়নে জোর দেব। এইমস ও জাতীয় সড়ক চওড়া করব।
৬। বালুরঘাট	অর্পিতা ঘোষ (তৃণমূল কংগ্রেস)	৪৭	বিএসসি	নাট্য পরিচালক	সিঙ্গুরে প্রতিবাদ। কালে কালে তথ্য-সংস্কৃতি জগতে প্রভাব বিস্তার।	তথাকথিত রাজনীতিবিদদের মতো প্রতিশ্রুতি নয়। আমার কিছু অঙ্গীকার আছে। নিজের মতো করে এলাকার উন্নয়ন করব।
৭। মালদহ উত্তর	মৌসম বেনজির নূর (কংগ্রেস)	৩৪	বিএ, এলএলবি (অনার্স)	ওকালতি	গনি পরিবারের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা। প্রাক্তন বিধায়ক (২০০৯), এই আসনেই বিদায়ী সাংসদ।	এলাকার বাসিন্দাদের জন্য পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।
৮। মালদহ দক্ষিণ	আবু হাসেম খান চৌধুরী (কংগ্রেস)	৭০	লেদার টেকনোলজিস্ট	আগে ব্যবসা ছিল। এখন রাজনীতি।	নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রায় তিন দশক। দু'বারের বিধায়ক ও সাংসদ। কেন্দ্রের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ২০১২-তে।	আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে গঙ্গার ভাঙন রোখার চেষ্টা করব। জেলায় আম-ভিত্তিক শিল্প গড়ব।
৯। জঙ্গিপুর	অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস)	৫৪	মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার	রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মী ছিলেন।	প্রণব মুখার্জি'র পুত্র। ২০১১-তে চাকরি ছেড়ে নলহাটির বিধায়ক। পরে উপনির্বাচনে (২০১২) জঙ্গিপুরের সাংসদ।	এলাকার নদী ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেব।
১০। বহরমপুর	অধীর রঞ্জন চৌধুরী (কংগ্রেস)	৫৮	মাধ্যমিক	রাজনীতি	বামপন্থী থেকে রাজনীতিতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী, কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি	এলাকায় যে সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে, তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখব।
১১। মুর্শিদাবাদ	বদরুদ্দোজা খান (সিপিএম)	৫৯	বিএসসি, বিএড	শিক্ষক	শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি	সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের অত্যাচার নিয়ে সংসদে সরব হবো। প্রত্যন্ত এলাকায় যোগাযোগের উন্নতি ঘটাব।
১২। কৃষ্ণনগর	তাপস পাল (তৃণমূল কংগ্রেস)	৫৭	বিএসসি	ফিল্ম ও যাত্রা অভিনেতা	পূর্বতন আলিপুর বিধানসভার কেন্দ্র থেকে দু'বার জয়ী। এলাকার বিদায়ী সাংসদ।	সাংসদ তহবিলের ২২ কোটি টাকা এলাকার উন্নয়নে খরচ করেছি। বাকি কাজ শেষ করব। গ্রামাঞ্চলে রাস্তা ও পানীয় জল সরবরাহে জোর দেব।
১৩। রানাঘাট (তপঃ)	ড. তাপস মণ্ডল (তৃণমূল কংগ্রেস)	৪২	পিএইচডি	অধ্যাপনা	ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতিতে। দলের অধ্যাপক সমিতির সদস্য	এলাকার তাঁত-শিল্পের উন্নয়নে কাজ করা এবং চাষের আরও উন্নতি করা।
১৪। বনগাঁ (তপঃ)	কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর (তৃণমূল কংগ্রেস)	৭৫	বিএ	মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি।	বর্ষায় বিস্তীর্ণ এলাকা জলে ডুবে থাকে।	ইছামতী ও যমুনানদী সংস্কার করা।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

রাজ্য রাজনীতি

রাজ্যে মাটি কামড়ে থাকার শপথ নিয়েও অন্তর্বিরোধ বিজেপিতে

বিচিত্র এক রাজনীতির চিহ্ন চোখে পড়ছে সম্প্রতি। বলাবাহুল্য, এই প্রবণতা চোখে পড়ছে রাজ্য বিজেপি'র নেতৃত্বের কাছে থেকে। অনেকে বলেছিলেন, জিতলেও বিজেপি নেতারা আর কেন্দ্রে আসবেন না। কিন্তু ঘটনা ঘটেছে সম্পূর্ণ উল্টো। হেরে যাওয়ার পরে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে এসে বাপ্পী লাহিড়ী বলেছেন, অনেকে বলেছিলেন, জিতলেও আমায় আর শ্রীরামপুরে দেখা যাবে না। তাদের বলতে চাই, আমি হেরে যাওয়া সত্ত্বেও শ্রীরামপুরে এসেছি। নির্বাচনের আগে এই কেন্দ্রের উন্নয়নে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। কথা দিচ্ছি, সেইসব প্রতিশ্রুতি যদি বাস্তবে রূপ দেওয়া যায়, তার জন্যও সচেষ্ট হবে। শ্রীরামপুর লোকসভার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজেপি খুব ভাল ভোট পেয়েছে। এমনকী, কোথায় কোথাও এগিয়ে থেকেছে। এখানকার ডানকুনি পুরসভার ভোট এখন সময়ের অপেক্ষায়। এছাড়াও হুগলির বেশ কয়েকটি পুরসভায় ভোটের সময় হয়ে গিয়েছে। সেগুলিকেই পাখির চোখ করেছেন তারা। তাছাড়া ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত হবে বিধানসভার নির্বাচন। সেই ভোটে বিজেপি যে, যথেষ্ট বেগ দেবে তাও জানাতে

ভোলেননি বাপ্পী লাহিড়ী।

এদিনই সাংবাদিক সম্মেলন করে কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় (জলুবাবু) বলেছেন, তিনি এখনই রাজনৈতিক সন্ন্যাস নেওয়ার কথা ভাবছেন না। কারণ, মানুষের কাছে যে ভালবাসা পেয়েছি তার যোগ্য সম্মান না দেওয়াটা অন্যায় হবে। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মানুষের পাশেই থাকব। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সত্যব্রতবাবু বলেন, আমরা সংখ্যালঘু ভোট তেমনভাবে পাইনি। এছাড়াও সংগঠনের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু খামতি আছে। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ নিজেরা স্বতোপ্রণোদিত হয়ে আমাদের ভোট দিয়েছেন। মানুষের এই আশীর্বাদকে ধরে রাখতে আমাদের সকলের আরও বেশি করে সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, মাটির কাছাকাছি থাকা আরও বেশি সংখ্যাক মানুষকে দলে আনতে হবে। সত্যব্রতবাবুর এই মন্তব্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন নদিয়ার বিজেপি জেলা সভাপতি কল্যাণ নন্দী। তিনি কোনও রাখঢাক না করে বলেছেন, জলুবাবু কোনও অবস্থাতেই সংগঠনকে ব্যবহার করেননি। দলীয় সংগঠনকে নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে কাজে লাগাননি।

নিজের মতো করে আলাদা নির্বাচন কমিটি গড়ে ভোট পরিচালনা করছেন। এটাই হল, কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর পরাজয়ের আসল কারণ। বিজেপি'র রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সব দলীয় প্রার্থীকেই স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আগামী দিনে দল একই পন্থায় এগোবে। তবে নদিয়ার প্রসঙ্গে বিজেপি রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

৩৪টি আসন পেয়েও সংকটে তৃণমূল কংগ্রেস

আসানসোলে দলীয় প্রার্থী দোলা সেনের পরাজয়ের পরে স্থানীয় নেতা ও রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটককে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়। মলয় ঘটককে ছাড়তে হয় জেলা সভাপতি ও কৃষিমন্ত্রীর পদ। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছেন মালদহ উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রচণ্ড দোষারোপ ও পাল্টা দোষারোপের পালা চলছে জেলার দুই মন্ত্রী ও শীর্ষস্থানীয় নেতানেত্রী কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী ও সাবিত্রী মিত্রের মধ্যে। এ-প্রসঙ্গে মালদহের তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার বলেছেন, যেভাবে দুই নেতা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করছেন, তাতে দলের ভাবমূর্তি তো নষ্ট হচ্ছেই, সংকটও তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে, একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছিল, তাদের প্রার্থী বাইচুং ভুটিয়া বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন কিন্তু এ-ব্যাপারে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী গৌতম দেবকে তৃণমূল সুপ্রিমো কি বলছেন, তা জানা যায়নি।

মলয় ঘটককে চাপ দিয়ে মন্ত্রীত্ব ও দলের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর আসানসোলে তৃণমূল সমর্থকদের একাংশ ব্যপক বিক্ষোভ দেখায়। অবরোধ করা হয়, শহরের এস.বি.গড়াই রোডে। কিছুক্ষণের মধ্যে অবরোধ করা হয়, আসানসোল সিটি বাস স্ট্যান্ডের কাছে হাটন রোডের মোড়ে।

এখানে অবরোধের নেতৃত্ব দেয় পরিবহন কর্মীদের সংগঠন 'মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়াকার্স ইউনিয়ন'। এই সংস্থার সম্পাদক রাজু আলহুওয়ালিহা বলেছেন, বিচারের কাজ শেষ না করেই শাস্তি দেওয়া হযেছে মলয় ঘটককে। তারই প্রতিবাদে আমরা এই অবরোধ করেছি। তবে আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি বলেছেন, আমরা সংগঠনগতভাবে এ-ধরনের বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করি না। বিষয়টি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হওয়া উচিত।

অন্তর্ঘাতই দলকে ডুবিয়েছে, মানল আলিমুদ্দিন

স্বাধীনতার পর কমিউনিস্ট দলগুলির এমন বেহাল দশা আগে কখনও দেখা যায়নি। দলের আভ্যন্তরীণ কোন্দল এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে যে, একেবারে নিজের তলা থেকে বিপর্যয়ের কারণ জানানোর কথা বলা হলেও কেউ তা আগবাড়িয়ে রাজ্য কমিটিকে দিতে রাজি নন। বরং উল্টে তাঁরা দাবি করছেন, আগে শীর্ষ নেতৃত্বের বদল হোক, তারপর আমরা বিপর্যয়ের কারণ জানাব। নির্বাচনের আগেই রাজ্য কমিটির কাছে কয়েকটি জেলা থেকে অন্তর্ঘাতের খবর আসে। ফল বেরোনোর পর দেখা যায়, ২০১১ সালে জয়ী সিপিআই(এম) বিধায়কদের মধ্যে তিরিশ জন হেরে গিয়েছেন। কোথাও কোথাও আবার তাঁরা গোহারা হেরেছেন। পুরুলিয়ার একাধিক বিধানসভায় তাঁরা পৌঁছে গিয়েছেন তৃতীয় স্থানে। লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে যেসব বিধানসভায় উপনির্বাচন হয়েছে, সেক্ষেত্রে কুমারগ্রাম ছাড়া আর কোথাও বামফ্রন্টের প্রার্থী জয়ী হতে পারেননি। বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র, সুশান্ত ঘোষ, আনিসুর রহমানরা নিজ নিজ কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছেন। বাঁকুড়ার রানীবাঁধে দেবলীনা হেমব্রম, তালডাংরায় মনোরঞ্জন পাত্র হেরে গিয়েছেন। এই প্রচণ্ড বিপর্যয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলছেন বামফ্রন্ট তথা সিপিআই(এম) নেতা-নেত্রীরা। নির্বাচনের আগে এমনও দেখা গিয়েছে, একটি গোষ্ঠীর সদস্যরা প্রচারে গেলে অন্য পক্ষ চুপচাপ বসে থেকেছেন। কিন্তু রাজ্য নেতৃত্ব কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি। ফলে তার রেশ পড়েছে একেবারে নিচুতলা অবধি। এখন দলের মধ্যে সোচ্চারের দাবি উঠছে, অবিলম্বে শীর্ষ নেতৃত্বের বদল করতে হবে। তা না হলে পার্টি চিরদিনের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে।

নারদ গায়েন

একজন চ্যাম্পিয়ন হবে

(আটের পাতার পর)

নতুন কোনও ফর্মূলা এবার দেখা যাবে না বলেই মনে হয়। কারণ, গোটা বিশ্বই এখন হয় ৪-২-৪ অথবা ৪-৩-৩ ফর্মূলায় খেলছে। তাই নতুন কোনও ফর্মূলা উঠে আসবে কিনা সেটা এই মুহূর্তে দাড়িয়ে বলা সম্ভবপর নয়। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, স্পেনের কথা আগে বললেও ইউরোপের অনেক দেশই কিন্তু এবার যথেষ্ট শক্তি নিয়ে বিশ্বফুটবলের আসরে নামবে। আমাদের এশিয়া দেশগুলির প্রসঙ্গে বলব, তাদের খেলার মান ইউরোপের তুলনায় অনেক কম। তাই এশিয়ার দলগুলির সম্পর্কে খুব একটা আশাবাদী নই।

অনুলিখন:অভিমন্যু দাস

অনেক বড় চ্যালেঞ্জ মোদি'র পক্ষে

(আটের পাতার পর)

আবার হয়ত ললিত মোদির মতো আরেক দুর্নীতি সাগরের গভীর জলের কাতলার অভিষেক হতে চলেছে।

নরেন্দ্র মোদি নিজে গুজরাট ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান। প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি যদি সত্যি স্বচ্ছ থাকতে চান তবে এই পদ থেকে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। অপরদিকে মুদগল কমিটির হাতে আইপিএল সিক্স কেলেঙ্কারির তদন্ত ভার তুলে দিতে গভীর চিন্তায় পড়েছেন শ্রীনিবাসন গোষ্ঠী। মুদগল কমিটিকে সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে বিশাল ক্ষমতা তুলে দিয়েছে তা কমিটি যতই সততার সঙ্গে ব্যবহার করুক সরকারের সদিচ্ছা ছাড়া কখনই তা বাস্তবায়িত করে সরকারি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বিশাল ক্ষমতাধারী দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করা সম্ভবপর হবে না। কাজেই এখন দেখার, জনকল্যাণ মূলক সরকার চালাতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় ক্রীড়া ক্ষেত্রকে পরিচ্ছন্ন রূপ দিতে সত্যিই সক্রিয় হন কিনা।

বাংলাদেশ

মোদি'র জয়ে উচ্ছসিত বিএনপি-জামায়াত

রফিকুল ইসলাম সবুজ ● ঢাকা

ভারতে বিদায়ী কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের আওয়ামি লিগ পরিচালিত সরকারের উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিজেপি'র বিজয়ে বিএনপি জামায়াত জোট নেতারা

সুসম্পর্ক চায় হাসিনা সরকারও

উচ্ছাসের ভাব দেখাচ্ছেন। ফল প্রকাশের দিনই বিকেলের মধ্যেই নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলেন খালেদা জিয়া। বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আশা প্রকাশ করেছেন ভারতে নতুন সরকার নদী জল বন্টন ও সীমান্ত সমস্যাসহ বিষয়গুলি সমাধানে এগিয়ে আসবে। অপরদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগ বেশ সতর্কভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন। ওই দলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেছেন, ভারত এমন একটি গণতান্ত্রিক দেশ যেখানে সরকার পরিবর্তন হলেও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন হয় না। দু'দেশের সুসম্পর্ক বজায় থাকবে বলেই আশা করা যায়। তাঁর বক্তব্য, বাজপেয়ী সরকার বাংলাদেশকে শুল্ক মুক্ত বাণিজ্যের সুবিধা দিয়েছিল। নরেন্দ্র মোদিও নতুন সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেই বিষয়টা মাথায় রাখবেন বলে তাঁরা আশা করেন।

ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বিরোধী দলনেতা রওশন এরসাদ এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মহম্মদ এরসাদ ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোদিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। হাসিনা মোদিকে বাংলায় সফরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বিশেষ সহকারী জনাব শাকিল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করেছেন, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সমস্যার সমাধানে অগ্রগতি হবে। মৌলবাদীর তকমাধারী দল জামায়াতের সহ-সম্পাদক জেনারেল সৈয়দ আবদুল্লাহ মোঃ তাহের বলেছেন, বিজেপি'র দলীয় চেতনা যাই হোক না কেন আশা করা যায় ভারতের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিতে তারা অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়েই কাজ করবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতি শুভশ্রী নিয়োগী, এ।২।৬, ই, এস, আই, আবাসন, থানা লবণহ্রদ, সেকটর-৩, কলিকাতা-৭০০০৯৭ নিবাসী, তৎসহ প্রকাশ থাকে যে, তাহার ছোট ভাই শুভ্রনীল কুমার নিয়োগীর জন্য আইমত অভিভাবকত্ব পাইবার জন্য মহামান্য বারাসত আদালতে জেলা জজের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন গত ইংরাজি ১৭।৪।২০১৪ তারিখে।

এতদ নিমিত্ত কাহারো কোনও বক্তব্য থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তাহার আইনজীবির নিকট যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় পরবর্তীকালে সর্বস্থলে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(শ্রী মোহন মুরলী সেন) আইনজীবী মহামান্য উচ্চ আদালত,
কোলকাতা ইং তাং ১৯।৫।২০১৪

শরীর নিয়ে কথা

প্রথমেই সাবধান না হলে জন্ডিস থেকে ক্যানসার হতে পারে

চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়ে প্রতিবেদন আমাদের প্রতিনিধির

এই গরমে জন্ডিসে বহু মানুষই আক্রান্ত হন। একটু অসাবধান হলেই জন্ডিস থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তবে মনে রাখবেন জন্ডিস কিন্তু আসলে নিজে কোনও নির্দিষ্ট রোগ নয়, বড় রোগের লক্ষণ। রক্তে লোহিত কণিকা ১২০ দিন বাঁচে। তারপর ভেঙে গিয়ে তৈরি হয় হলুদ রঙের বিলিরুবিন। এই বিলিরুবিন লিভার থেকে পিত্তনালী থেকে অন্ত্রে আসে। দেহের বিপাকীয় কাজে অংশ নেয়। তারপর কিছুটা মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, বাকীটা লিভারে যায়। সেখান থেকে কিডনি হয়ে মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। কোনও কারণে এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যহত হলে বিলিরুবিন রক্তে বেশি পরিমাণে জমতে থাকে। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে ত্বক ও মেমব্রেনে। বিলিরুবিনের মাত্রা ২ মিলিগ্রাম ছাড়িয়ে গেলে চোখ, দেহের ত্বক, প্রস্রাব হলুদ হতে শুরু করে। তখন সেটাকে বলে জন্ডিস। গা–বমি ভাব, খিদে না পাওয়া, সামান্য জ্বর, পেটে ব্যথা, অবসাদ এগুলি হলেই তখনই সাবধান হওয়া উচিত। না হলে ৮–১০ দিন পরে চোখের সাদা অংশ ও দেহের চামড়া হলুদ হয়ে ওঠে, প্রস্রাবের রং হলুদ হয়ে যায়। হেপাটাইটিস–এ হলে ততটা ভয়ের ব্যাপার নেই। কিন্তু হেপাটাইটিস–বি মারাত্মক। এতে প্রাণ সংশয় হয়ে থাকে।

আরও তিন ধরনের জন্ডিস বা ভাইরাল হেপাটাইটিস হতে পারে তাহল– হেপাটাইটিস–সি, ডি ও ই।

কেন হয় ও কীভাবে ছড়ায়: রক্তে লোহিত কণিকা দ্রুত হারে বাড়লে, লিভার ও পিত্তনালী বড় হয়ে গেলে, লিভারে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হলে, দুষিত জল খেলে, অত্যাধিক মদ্যপান করলে।

মূলত খারাপ জল ও খাবার থেকেই হেপাটাইটিস–এ তে আক্রান্ত হন অধিকাংশ মানুষ। আসলে গরমে রাস্তাঘাটে মানুষ অনেকসময় ওইসব জল খেয়ে থাকেন। এমনকী নোংরা জলে যে মাছ থাকে, সেই মাছ খেলেও জন্ডিস হয়। হেপাটাইটিস–বি'র প্রধান আস্তানা মানুষের দেহের শোণিত স্রোত। রক্ত বা ফ্লুইডের মধ্য দিয়ে এই রোগ ছড়ায়। এই ভাইরাসের প্রধান আক্রমনস্থল লিভার। এই রোগে আক্রান্ত হলে লিভার ক্যানসার হয়। ভাইরাস সংক্রামিত হয় আক্রান্ত রোগীর রক্ত থেকে, শরীরের জলীয় অংশ থেকে। রক্ত দেওয়ার সময় ইনজেকশনের সূচ থেকেও এই ভাইরাস দেহে প্রবেশ করতে পারে এইডস–এর মতোই। আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে সিগারেট ভাগ করে টানলে অথবা তার সঙ্গে যৌন সংসর্গ হলে এই রোগ শরীরে প্রবেশ করবে। হেপাটাইটিস–সি রক্তের মাধ্যমে ছড়ায়। এতে আক্রান্ত হওয়ার পিছনে অ্যালকোহল বা মদ্যপানের বড় ভূমিকা আছে।

এ ও ই সেরে গেলে তা লুকিয়ে থাকে না। কিন্তু বি ও সি হেপাটাইটিসে আক্রান্ত রোগীদের একাংশের মধ্যে এই ভাইরাস সারা জীবন থেকে যায়। এই ভাইরাস লিভারের কোষকে আক্রমণ করে শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থার তারতম্য ঘটিয়েই শরীরের কোষ দিয়েই লিভারের কোষকে আক্রমণ করায়। এর ফলে লিভার কোষ বিনষ্ট হয়ে সিরোসিস অফ লিভার হতে পারে। সেই জন্য হেপাটাইটিস বি ও সি শরীরে আছে কিনা তার সঠিক চিকিৎসা হওয়া দরকার। যেহেতু দূষিত রক্তের মাধ্যমেই হেপাটাইটিস–সি ছড়ায় তাই অবাধ শারীরিক সম্পর্ক থাকলে যে কোনও সময়ে এতে আক্রান্ত হতে পারেন। ইনজেকশন নেওয়ার সময় দেখে নেবেন সূচটি নতুন কিনা, এবং সেলুনে দাড়ি কাটার সময় দেখে নেবেন নতুন ব্লেড ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা।

সাধারণত দেখা গিয়েছে জন্ডিসে আক্রান্ত রোগীদের ১ থেকে ৫ শতাংশ মানুষ লিভার ফেলিওরে মারা যান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জন্ডিস কিছুতেই সারে না। লিভার ফেলিওর অনিবার্য হয়ে ওঠে। কোনও ওষুধেই কাজ দেয় না। সেক্ষেত্রে লিভার প্রতিস্থাপন জরুরী।

কীভাবে সাবধান হবেন: জন্ডিস'র বড় চিকিৎসা কিন্তু শুধু ওষুধ খাওয়া নয়। পুরোপুরি সুস্থ হতে গেলে চিকিৎসক নির্দেশিত খাবার খেতে হবে ও পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে হবে। জল অবশ্যই ফুটিয়ে খেতে হবে। মদ খাওয়া একদম বন্ধ করুন। মহিলারা যদি আগে জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে থাকে তবে গর্ভনিরোধক পিল খাবেন না। ফ্যাট জাতীয় খাবার, তেল–ঘি এড়িয়ে চলুন। গ্লুকোজ, আখের রস, বাতাবি লেবুর রস উপকারি। যতসম্ভব তেল কম দিয়ে হাল্কা ঝোল ভাত, ডাল সেদ্ধ খান। লিভার দুর্বল থাকলে জন্ডিস আক্রান্ত অবস্থায় প্রোটিন একেবারে খাবেন না। জন্ডিস কমলে অল্প তেল দিয়ে ঝাল ছাড়া মাছের ঝোল খাবেন। বিশ্রামটাও এই রোগে দারুণভাবে প্রয়োজন। অবহেলা করলে জন্ডিসে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। অবশ্য বিশ্রাম মানে সারাক্ষণ শুয়ে থাকা নয়। খুব হাল্কা কাজ করতে পারেন। মৃত্যু না হলেও লিভার বা কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে, যা থেকে দুরারোগ্য ব্যাধি বিশেষ করে লিভার ক্যানসার হতে পারে।

বিশেষ সাবধানতা:

১) রাস্তায় আখের রস একদম খাবেন না। বাড়িতে আখের রস বানিয়ে নিতে হবে।

২) বাতাবি লেবু, মুসম্বি যতটা সম্ভব খান।

৩) দিনে বেশ কয়েকবার গ্লুকোজ জল খেতে হবে।

৪) রাস্তার কাটা ফল, লেবু জল, রঙিন জল খবরদার ভুলেও খাবেন না।

৫) তেল, মশলা, ঘি একদম বাড়ান।

৬) বড় মাছ–ডিম খাওয়া চলবে না। ছোট মাছ খেতে পারেন।

৭) বিলিরুবিন স্বাভাবিকের দিকে এলে তখন কম তেল–মশলায় রান্না মাংস চলতে পারে।

৮) যাঁরা লিভার ফেলিওর হওয়ার অবস্থায় পৌঁছে যান তাঁদের ক্ষেত্রে গ্লুকোজ বা ফলের রসেও কোনও কাজ দেয় না। অল্প তেল–মশলা যুক্ত খাবার বার বার খেতে হবে।

সংস্কৃতি

চেতলায় কবি পক্ষে কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি চেতলায় হিন্দ সংঘ প্রাঙ্গণে পল্লীবাসীর উদ্যোগে ও সংঘের সহযোগিতায় এলাকার নাগরিকবৃন্দ ও কিশোর শিশুদের অংশগ্রহণে এক মনোরম রবীন্দ্র প্রণাম সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হল। সঙ্গীত, নাচ, আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক, জাদু সবকিছুর সমন্বয়ে এক সুস্থ সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনে আবদ্ধ হলেন পল্লীবাসী। ললিতা গুহ ও মধুরিমা গুহের গানের সঙ্গে নাচ প্রদর্শন করলেন রঞ্জিতা বাগচী। অপরদিকে সৃষ্টিতার গানে জয়িত্রী দত্ত'র নাচও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। রবীন্দ্র কবিতা অবলম্বনে শ্রুতিনাটক 'জুতা আবিষ্কার' পরিবেশন করলেন শুভম দে, প্রিয়ম গুহ ও রোহিত দে। মন কেড়ে নিল সিদ্ধার্থ মুখার্জি, মণিময় রায়, রাজন্ময় ঘোষ ও জাহ্নবী দত্তের আবৃত্তি। সোনারপুর থেকে আসা প্রতিবন্ধী শিশু সংযুক্তা দাশগুপ্ত'র কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত সকলকে বাকরুদ্ধ করে দেয়।

অনুষ্ঠানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ ছিল ঋতুরূপ। এই আলেখ্যটিতে ছ'টি ঋতুর বৈশিষ্ট্য নিয়ে ছ'টি গানের সঙ্গে পৃথক পৃথক নৃত্য পরিবেশিত হয়। এই আলেখ্যর ভাষ্যপাঠে ছিলেন শুভম দে ও ভাওলা সাঁই। নাচ পরিচালনায় রিয়া দে, রঞ্জিতা বাগচী ও মধুরিমা গুহ। নাচে অংশগ্রহণকারী শিশু ও কিশোরীদের মধ্যে ছিলেন রাজনন্দিনী গুহ, সুকন্যা ঝাঁ, সর্বাণী চক্রবর্তী, পৃথা গুহ, সঞ্চারী ঘোষ, শ্রীপর্ণা মণ্ডল, তৃষিলা সিংহ রায়, বৈশালী দাস, শ্রেয়া সেনাপতি ও রিয়া দে।

অনুষ্ঠানটিতে অন্য স্বাদ এনে দেয় প্রিয়ম গুহ পরিবেশিত রবীন্দ্রকেন্দ্রিক জাদুপ্রদর্শন। কমলা দে সহ অঞ্চলের দুই প্রবীণ মহিলাকে সংবর্ধিত করেন অঞ্চলের তরুণ–তরুণীরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পিয়ালী ঘোষ।

নব রবি কিরণের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে কলামন্দির সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে নব রবি কিরণ শীর্ষক অনুষ্ঠানটি উপস্থিত সকল দর্শকদের মনে যথেষ্ট আনন্দ দেয়। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে রবীন্দ্র গানের সঙ্গে নাচের অনুষ্ঠানে প্রায় আড়াই'শ ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের নাম 'রবি রাত'। সৌম্য বসু এবং শ্রাবণী সেনের গানকে ঘিরেই এই অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথের বহু গান রাগপ্রধান কেন্দ্রিক। সেই রকমই বেশ কয়েকটি গানকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান। যেখানে মূল গানটি সৌম্য বসু'র কণ্ঠে অসাধারণ লাগে এবং সেই রাগপ্রধান গানে রবীন্দ্রসঙ্গীতটি গান শ্রাবণী সেন। যেমন, ইমন রাগের উপর 'মধুর মধুর ধ্বনি বাজে', মান্ড রাগের উপর 'বধু মিছে রাগ করো না', দেশ রাগের উপর 'কাঁদালে তুমি মরে', পিউ রাগের উপর 'তুমি কোন কাননের ফুল',কাফী রাগের উপর 'আমার পরাণ যাহা চায়' আর ভৈরবী রাগের উপর 'চরণ ধরিতে দিও গো আমারে'। প্রতিটি গানই সৌম্য বসু ও শ্রাবণী সেনের কণ্ঠে অপূর্ব লাগে। অনুষ্ঠানর তৃতীয় পর্বে ছিল শকুন্তলা নৃত্যনাট্য। রবীন্দ্রসঙ্গীত ভিত্তিক এই সঙ্গীত–নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা করেন সৌম্য বসু ও গৌতম দে। শকুন্তলার বেশে শামিনা হোসেন প্রেমা'র নাচ এবং দুষ্মন্ত'র বেশে গৌতম দে'র নাচ সকলকে মুগ্ধ করে দেয়।

বেহালা'য় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন

সম্প্রতি বেহালা ওরিয়েন্ট ডে স্কুলে ধ্বনি একাডেমি আয়োজিত বেহালা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অনুষ্ঠান এইবছর চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করল। বিগত তিন বছরের মতো এবারও ধ্বনির'র তরফ থেকে একজন বিশিষ্ট শিল্পীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এবারে পণ্ডিত বিজয় কিচলু'র হাতে মানিক পাল মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন ধ্বনির কর্ণধার বিশিষ্ট তবলা বাদক পণ্ডিত অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলের ১২ জন দৃষ্টিহীন ছেলেকে বিশেষ স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। পর্লব ঘোষের পরিচালনায় এই দৃষ্টিহীন ছেলেদের তবলা বাদন এককথায় অনবদ্য। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সোমনাথ রায় পরিচালনায় ধ্বনি স্কুলের ছাত্রদের বিভিন্ন তাল বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে। এরপর জ্যোতির্ময় ব্যানার্জির কণ্ঠে ভজন পরিবেশিত হয়। তাকে তবলায় সঙ্গত করেন রূপক মিত্র এবং হারমোনিয়ামে সঙ্গত করেন অরিত্র চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল পণ্ডিত দেবজ্যোতি বসু'র সরোদ ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তবলা বাদন।

বাইরের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট আওয়াজকে উপেক্ষা করেও উভয়ই এক অসাধারণ যুগলবন্দি উপস্থাপন করেন। এরপর পণ্ডিত মধুপ মুদগল–এর কণ্ঠে রাগাশ্রয়ী গান শোনা যায়, তাকে তবলায় সঙ্গত করেন সঞ্জয় অধিকারী এবং হারমোনিয়ামে সঙ্গত করেন গৌরব চ্যাটার্জি। অনুষ্ঠানটি শেষ হয় পণ্ডিত নয়ন ঘোষের একক তবলা বাদন দিয়ে।

একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে পশ্চিম গ্যালারিতে প্রবীর চক্রবর্তীর একক চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে শিল্পীর আঁকা ২৬টি ছবি স্থান পেয়েছে।

নব রবি কিরণ ও শ্রীনিবাস মিউজিকের রবি প্রণাম

রবীন্দ্রনাথের ১৫৩তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তপন থিয়েটার্সে নব রবি কিরণ ও শ্রীনিবাস মিউজিক আয়োজিত রবি প্রণাম এককথায় অনবদ্য। ছোট–বড় বহু শিল্পী সমন্বয়ে এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা সকলের মন ছুঁয়ে যায়। বিশেষ করে সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়, পুষণ চট্টোপাধ্যায় ও রোকেয়া রায়ের আবৃত্তি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া চন্দ্রাবলি রুদ্র দত্ত, রঞ্জিনী মুখোপাধ্যায়, কোয়েল অধিকারী, শঙ্কর নাথ রায়, কাকলি বসু, অঙ্কিতা ঘোষ, অনিতা পাল, প্রিয়াঙ্গী লাহিড়ীর গান খুবই ভাল হয়েছে। কাব্যায়ন গ্রুপের পরিচালনায় ছোট ছোট মেয়েদের কণ্ঠে আবৃত্তি প্রাণ ছুঁয়ে যায়।

জিন্দেগী কা তসবির

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে দক্ষিণ কলকাতার গ্যালারি গোল্ডে সিএসএফকে আয়োজিত এক সপ্তাহ ব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনী সকলের মনে দারুণ সাড়া দেয়। বাস্তব জীবনের নানান টুকরো জীবন্ত ছবি এই চিত্র প্রদর্শনীতে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন চিত্রগ্রাহকের ক্যামেরার লেন্সে। ২৫ জন চিত্রগ্রাহকের ৪৪টি রঙিন ছবি ও ১০টি সাদা–কালো ছবি এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। দেবস্মিতা দাস, সোহম সরকার, মনিদীপা সাহা, জয়দীপ মুখার্জি, শুভঙ্কর সেন, শৌভিক চ্যাটার্জি ও অর্নব আদকের রঙিন ছবিগুলি বাস্তব জীবনের নানান দিককে তুলে ধরেছেন।

অশোক কুমার ঘোষের সাদা–কালো ছবিও এই প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল।

যাওয়া আসার পথে–পথে

চাকরিটা করব না ভাবি, কিন্তু...

দীপক কুমার বড় পন্ডা

সেদিন বাসে উঠে দেখি নীলাঞ্জন বসে আছে। ওকে আজ বহুদিন বাদে দেখলাম। বেশ ভাল লাগল। বহুদিন আমরা একসঙ্গে যাওয়া–আসা করি। ইদানিংকালে ওর সঙ্গে আর ফেরা হয় না। ওর অফিস ছুটি হয় সন্ধ্যে ছ'টায়। কিন্তু ও কিছুতেই সাড়ে ছ'টার আগে অফিস থেকে বেরোতে পারে না। কোনও কোনওদিন আরও অনেক রাত হয়, সেদিন আর ও বাড়ি যেতে পারে না। এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তাই প্রথমে ওকে দেখে একটু অবাক হয়েছি। অথচ ও যদি ছ'টা পনেরোর মধ্যে অফিস থেকে বেরোতে পারে তবে বাড়ি পৌঁছতে পারে। ওর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদে। শিয়ালদহ থেকে রাত্রি ৭.৪৫ মিনিটের গ্যালপিং হাসনাবাদ লোকাল না ধরতে পারলে ওর পক্ষে পৌঁছনো খুব মুশকিল হয়ে যায়। এতসব জানার পরেও ওর ডিরেক্টর ওকে ছাড়েন না। সারাদিন তেমন কাজের চাপ না থাকলেও ছুটির সময় ডিরেক্টরের খেয়াল হল নীলাঞ্জনের কথা। যখন নীলাঞ্জন বাড়ি বেরোবে বলে তোড়জোড় করছে, তখন ডিরেক্টর ডেকে বলেন, আচ্ছা নীলাঞ্জন, গত বছরের নারায়ণপুরের সার্ভে রিপোর্টটা কোথায় আছে? অথবা এই রিপোর্টের সঙ্গে কি তুমি একমত? এতগুলো মানুষ শৌচাগার ব্যবহার সংক্রান্ত নেগেটিভ অ্যানসার দিয়েছে? এটাতে তোমার কী মনে হয়?

নীলাঞ্জন উসখুস করে। ঘড়ি দেখে। এসব ডিরেক্টরের চোখ এড়িয়ে যায়। তিনি তখন নারায়ণপুরের রিপোর্টে গভীর মনোযোগী হন। সবাই তখন নীলাঞ্জনের সামনে ডিরেক্টরকে বলে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়। ডিরেক্টর মাথা নেড়ে সম্মতি দেন। আর সব থেকে দূরের কর্মীটি হতাশ হয়ে না নারায়ণপুরের সমীক্ষার ভুল খুঁজতে শুরু করে। কখনও কখনও সাহস করে, বলে, 'স্যার, বাড়ি যাব?' স্যার তখন রুদ্র মূর্তি ধরেন। বলেন, এটাতো একটা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, আর তুমি এই ইনস্টিটিউটের গুরুত্বপূর্ণ পদে আছ, তোমার বাড়ি বাড়ি করলে হবে না নীলাঞ্জন।

নীলাঞ্জন জানে, খাতায় কলমে সে এই অফিসের ইমপর্টেন্ট পোস্ট হোল্ডার হলেও, এখানে তার কোনও ক্ষমতা নেই। কারণ, ডিরেক্টর তেমন কোনও কাজে তাকে যুক্ত করেন না। সে শুধু ডিরেক্টরের অর্ডারমাফিক কাজ করে। আর এইখানেই নীলাঞ্জনের খারাপ লাগে। সে জানে তাকে প্রতিষ্ঠানের ভালমন্দের সঙ্গে যুক্ত করলে সে আরও ভাল কাজ করতে পারত। এটা হয়ত সব কর্মীর ক্ষেত্রে কম–বেশি সত্যি। অর্থাৎ সারাক্ষণ যেসব প্রোগ্রাম চলছে, কিংবা কোনও কোনও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কর্মীদের যুক্ত করলে সংস্থার প্রতি কর্মীদের একটা দায়বদ্ধতা তৈরি হয়, আসে আনুগত্য। নীলাঞ্জনের ডিরেক্টর এই লাইনে হাঁটতেই চান না। তিনি চিৎকার করেই কাজ করানো পছন্দ করেন। প্রতিষ্ঠানের কোনও প্রোগ্রামে নীলাঞ্জনকে বা অন্য কর্মীদের যুক্ত করেন না।

স্বাভাবিকভাবেই এহেন নীলাঞ্জনকে বাসে আগেভাগে দেখে অবাক হয়েছি। নীলাঞ্জন বলল, 'ডিরেক্টর কাজে বাইরে গিয়েছেন, তাই ছ'টা দশ বাজতেই চলে এলাম। যাক, আজ বাড়ি গিয়ে ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে পারব। আসার সময় ও ঘুমিয়ে থাকে, আবার যখন যাই তখনও ঘুমিয়ে যায়।' চার বছরের ছেলেটার জন্য পিতৃ–হৃদয় উতলা হয়। বাসটা এবার বেহালার জ্যামে আটকেছে। ভোরে মরসুম। সামনে পার্টির বিরাট মিছিল। কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জান! হঠাৎ নীলাঞ্জনের মোবাইল ফোনে একটা ফোন এল। ওদিক থেকে ডিরেক্টরের কর্কশ আওয়াজ আসছে। নীলাঞ্জন ফোনটা কান থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। নীলাঞ্জনের ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর বলছেন, 'তুমি চলে গেলে কেন? ছ'টা পনেরোতে সবাই বাড়ি চলে গেল! অফিস ফাঁকা, এইভাবে চলে?' নীলাঞ্জন বোঝানোর চেষ্টা করে, 'স্যার আমি তো ছ'টা দশ–এ বেরিয়েছি।' ডিরেক্টর ফোন কেটে দেন। আগে হলে মুষড়ে পড়ত। কিন্তু এখন ওর ওসব গা–সওয়া হয়ে গিয়েছে। ও জানে এই ডিরেক্টর, কর্মীদের কাজের প্রশংসা করতে জানেন না, শুধু নিন্দেই করেন।

বাসটা মেডিক্যাল কলেজের সামনে জোরে চলতে থাকে। আজ সে ৭.৪৫ মিনিটে গ্যালপিং হাসনাবাদ লোকাল ধরতে পারবে। কয়েক মিনিটের যোগাযোগে তার ছোট্ট ছেলে পিঙ্কুকে সে আদর করতে পারবে।

আমাদের সঙ্গী অভিজিৎ দা, একটা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। তাঁকে নীলাঞ্জন বলল, 'অভিজিৎ দা, কী করা যায় বলুন তো, আমার ডিরেক্টর কোনওদিন প্রশংসা করেন না, অথচ কোনও ভুল হলেই চিৎকার করে অফিস মাথায় তোলেন।' অভিজিৎ দা বলল, 'এটা এক এক ধরনের নেচার। তোমার ডিরেক্টর হয়ত মানুষ মন্দ নয়, কিন্তু কমিউনিকেশনটা খারাপ। আসলে কী জান, যে কোনও প্রতিষ্ঠানের ওপরওয়ালাদের বড় লিডার হতে হয়। ম্যানেজারিয়াল ক্যাপাসিটির সঙ্গে লিডারশিপ কোয়ালিটিটা বেশি থাকা দরকার। তিনি যে কাজগুলোর কথা ভাবছেন, সেই ভাবনার প্রক্রিয়ায় তোমাদের ঢোকালে হয়ত এই অসুবিধা হত না। তোমাদেরকে ওঁর বোঝা দরকার। কর্মীদের ভাল–মন্দ বুঝতে হয়।' নীলাঞ্জন অভিজিৎ দা–র কথাটা বোঝার চেষ্টা করে।

নীলাঞ্জন জানতে চায়, 'কিন্তু আমি এই অবস্থায় কী করব?' অভিজিৎ দা বলেন, 'সাহস করে ডিরেক্টরকে তোমার অসুবিধার কথাটা বুঝিয়ে বন, দেখবে উনি ঠিক বুঝবেন।' পাশ থেকে পঙ্কজ বলে, নীলাঞ্জন দা–র ডিরেক্টরের ক্ষমতা আছে। সরকারি কর্মীদেরও কীভাবে ঘাবড়ে রাখেন।' পঙ্কজ বলে 'দুঃখ পেও না নীলাঞ্জন দা, দেখবে, এইভাবে চলতে চলতে একটা রাস্তা ঠিক বেরবে।' দীপঙ্কর এবার মোক্ষম কথাটা বলে। দীপঙ্কর একটা বড় বিস্কুট কোম্পানিতে অ্যাকাউন্টস–এ কাজ করে। অবশ্য সে এই কোম্পানির সরাসরি কর্মী নয়। তাকে আউটসোর্সিং করেছে কোম্পানি। সে বলে, তার নামে পনের হাজার টাকা বেতন দেয় ওই বিস্কুট কোম্পানি, কিন্তু প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা কেটে নেয়, যে সংস্থা তাকে কাজে লাগিয়েছে। এর জন্য দীপঙ্করের খুব খারাপ লাগে। কিন্তু এখন তো বড় কোম্পানিরা কর্মীরা দায়িত্ব নিতে চায় না। বদলে এইভাবে আউটসোর্সিং করে। সে বলে, 'নীলাঞ্জন দা, তোমার বস'এর এই মামুলি কথায় তুমি মন খারাপ করছ, আর আমাদের অবাঙালি বস তো যে কোনও অজুহাতে প্রতিদিন বাবা–মা তুলে গালি দেয়। আমাদের করে দেওয়া সব কাজ ওপরওয়ালার কাছে নিজের নামে চালায়। কোনওদিন মুখ ফুটে আমাদের প্রশংসা করে। কোনও কোনও সময় ভাবি চাকরিটা ছেড়ে দেব, কিন্তু বউ–বাচ্চার মুখ মনে পড়লে আবার মনের জোর আনি। তখন ভাবি, চাকরি ছাড়লে খাব কী?' নীলাঞ্জন নিজের দুঃখ ভুলে দীপঙ্কর–এর কথা ভাবে। সেইসম তার মোবাইল ফোন আবার বেজে ওঠে। সে খুশিদে গদগদ হলে বলল, 'মৌমিতা, তোমাকে অভিনন্দন। অনেক... অনেক...।' ফোন ছেড়ে নীলাঞ্জন বলল, 'মৌমিতা আমাদের ইনস্টিটিউটের প্রথম বছরের ছাত্রী। তার পিএইচডি ক্লিয়ার তার, সে আজ পিএইচডি পেয়ে গেল। আসাম থেকে ফোন করেছিল। নীলাঞ্জন এবার ফোন করল তার ডিরেক্টরকে। ডিরেক্টরকে বলল, 'স্যার মৌমিতা ডক্টরেট অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছে।' ডিরেক্টর বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ নীলাঞ্জন, এটা তোমার জন্যই হয়েছে। তুমি লেগে ছিলে ওর জন্য। আমাদের ইনস্টিটিউটের নাম অনেক ছড়াবে এবার!' ডিরেক্টরের প্রশংসায় নীলাঞ্জনের মনটা ভাল হয়। বাসটা মেডিক্যাল কলেজের সামনে জোরে চলতে থাকে। আজ সে ৭.৪৫ মিনিটে গ্যালপিং হাসনাবাদ লোকাল ধরতে পারবে। কয়েক মিনিটের জন্য তার ছোট্ট ছেলে পিঙ্কুকে সে আদর করতে পারবে। সে ভাবতে থাকে, পিঙ্কু বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, বাবা কখন আসবে! নামার সময় বললাম, দৌড়াও, আরও জোরে।

মাঙ্গলিকী

জমজমাট জাদু আড্ডা

সম্প্রতি বড়িষায় এক আড্ডায় ১৪ জন জাদুকর যোগদান করেন। আড্ডায় আগত যুবা জাদুকর দিব্যেন্দু নাথের বিশেষ পরিচয় দিলেন সঞ্চালক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বরিষ্ঠ জাদুকর ভি.এম. ঘোষ পুরনো দিনের কলকাতার জাদুকলা চর্চার সুন্দর বর্ণনা দিলেন। শ্রী ঘোষ একজন লেখকও বটে। পড়লেন একটি স্বরচিত নিবন্ধ, 'কঠিন পরিস্থিতি উন্নতির সহায়ক' (প্রকাশিত নিবন্ধ)। নিখুঁতভাবে দেখালেন কিছু জাদু–ফোর্স রাইটিং, জিগ জ্যাগ ডেক (প্রয়াত জাদুকর অবনী ব্যানার্জির তৈরি)। স্বনাম খ্যাত জাদু স্রষ্টা গোরা দত্ত দেখালেন নিজস্ব চিন্তাভাবনার ফসল স্বরূপ কার্ড প্রেডিকশন, রিং অ্যান্ড লকের বিস্ময়কর জাদু। তাঁরই কাছে তালিম পাওয়া বরিষ্ট জাদুকর সুশীল দে নিখুঁতভাবে দেখালেন রোপ রুটিন। যুবা জাদুকর সুরজিত প্রদর্শন করলেন রিং ও কিউবের জাদু – ছিমছাম প্রদর্শন। তরুণ জাদুকর শুভায়ণ দেখালেন তাসের জাদু। যুবা জাদুকর অনুপ চক্রবর্তীও তাসের খেলাতেই রইলেন। বিবিধ বৈঠকী ও স্ট্যান্ড আপ, নিজস্ব শৈলী মেশানো অনবদ্য তাসের জাদু দেখালেন যুবা জাদুকর অভীক দত্ত। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও দেখালেন এ্যাবরা কা ডেবরা জাদু পত্রিকাতে প্রকাশিত তাঁর ভিন্ন রসের তাস ছবির তাসের জাদু – এল.ডিন্টো ও এনি কার্ড, এনি ডে। এদিন আসরকে দারুণ মাতালেন যুবা জাদুকর দিব্যেন্দু নাথ। তাঁর ক্যালকুলেটার – তাস সমন্বিত জাদু দিয়ে। দিব্যেন্দু নাথের জাদু প্রদর্শনীর বিশেষত্ব হল তিনি স্ট্রিট ম্যাজিসিয়ন রূপে জাদু দেখান।

এদিন আড্ডার গোড়ায় কিছু বিদেশী জাদু গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা হয়। এগুলি ছিল এরিক ইন হর্নের বই (অনুপ চক্রবর্তী প্রদর্শন করলেন), বাঁধানো বিদেশি জাদু পত্রিকা এ্যাবরা কা ডেবরা ও অরবিট (প্রদর্শন করলেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। জাদুর বইয়েতে প্রকাশিত খেলা নিয়ে সুন্দর আলোচনা করলেন প্রাজ্ঞ জাদুকর গোরা দত্ত, যাঁর বেশ কয়েকটি খেলা বিদেশি জাদু পত্রিকায় বিশেষ প্রতিযোগিতায় বার বার পুরস্কার জিতে নিয়েছে।

ধর্ম

সমতট ভূমির আদিতীর্থ কালীঘাট

(গত সংখ্যার পর)

শাঁখা তো পরিয়ে দিলেন, কিন্তু দাম দেবে কে?

এদিকে ওই স্ত্রীলোক আসতে আসতে নামছেন কালীকুণ্ডের পুকুরে। বললেন, দামের কথা ভাবছ বাবা। চিন্তা করো না। আমি স্নান সেরে বাড়ি থেকে তোমার শাঁখার দাম এনে দেব। তারপর বললেন, এক কাজ করো বাপু। এইখানে আমার ছেলেরা আছে। তাদের কাছ থেকে দাম নিয়ে এসো। আরও দু'গাছা শাঁখা দিয়ে এসো আমার নাম করে।

কোন দিকে যাব জানতে চাইলেন ভবানীদাস। ওই যে গো বাপু – ওই যে পাতার ঘর দেখছ ওইখানে বলেই পুকুরে নেমে গেলেন ওই স্ত্রীলোক।

ভবানীদাস এগিয়ে গেলেন গোল পাতার ছাউনি দেওয়া ঘরের দিকে। কাঁচামাটির কুঁড়েঘর। পাশাপাশি দু'টো ঘর। একটা ঘরে থাকেন সন্ন্যাসীরা আর অন্য ঘরে মা কালীর মন্দির। খড়মাটি দিয়ে গড়া মায়ের মূর্তি সেখানে বিরাজমান।

ভবানীদাস সেখানে গিয়ে সন্ন্যাসীদের কাছে স্ত্রীলোকের কথাগুলি নিবেদন করলেন। তাঁরা তো তাঁর কথা শুনে অবাক। বললেন, কি বলছ তুমি। আমরা সন্ন্যাসী মানুষ সারাদিন ব্যস্ত থাকি মা কালীর পূজার্চনা নিয়ে। এখানে কি করে কোনও স্ত্রীলোক বসবাস করতে পারে। ভবানীদাস তো তাদের কথা শুনে হতবাক। মুখ থেকে কোনও কথাই সরছে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকেন কে এই স্ত্রীলোক এই অজাগর বীজবনে আমার সঙ্গে ছলনা করে পয়সা না দিয়ে শাঁখা পরে গেল। এও ভাবলেন, কোনও দর্শনার্থী তাকে প্রতারণা করে ঠকিয়ে শাঁখা পরে গিয়েছে। ব্রহ্মানন্দ, আত্মারামের শিষ্য ভুবনেশ্বর গিরি তখন মন্দিরের মোহন্তের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না ভবানীদাসের কথা।

প্রত্যুত্তরে ভবানীদাস বললেন, আমি ব্রাহ্মণ সারাদিন উপবাসী রয়েছি। আপনাকে তো মিথ্যে কথা বলিনি। আমি এই মায়ের আদেশে এখানে এসেছি। কথা শেষ করে ভুবনেশ্বর গিরির সামনে আরও দু'গাছা শাঁখা তুলে ধরলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে সন্ধ্যা নেমে এল। সন্ধ্যা আরতির যোগান করার জন্য তৎপর হলেন ভুবনেশ্বর গিরি। হঠাৎ চোখ গেল মা কালীর মূর্তির দিকে। এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে তিনি তখন বিস্মিত, স্তম্ভিত। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার অপরাধ নিও না মা। তারপর মায়ের সামনে থেকে সরে এসে ভবানীদাসকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার অপরাধ নিও না মা। ভবানীদাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার জন্মজন্মান্তরের সাধনা আজ সার্থক হয়েছে। মা কালী স্বয়ং তোমার কাছ থেকে তাঁর দু'হাতে শাঁখা পরেছেন। এখনও তাঁর দু'হাত খালি রয়েছে। শিগগির চলো সেই অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করবে। সদ্যি কথাই তো। ওই শাঁখাদুটিই তো তিনি পরিয়েছিলেন তাঁর কাছে আসা স্ত্রীলোকের হাতে। ভবানীদাসের চোখ দিয়ে তখন বয়ে চলেছে শ্রাবণের ধারা। তাকে জড়িয়ে ধরে তখন একইভাবে কেঁদে চলেছেন ভুবনেশ্বর গিরি। তারপর ভবানীদাসের হাত থেকে আরও শাঁখা দুটি নিয়ে পরিয়ে দিলেন মায়ের বাকি দুটি হাতে।

প্রাণতোষ ঘটকের 'কলকাতার পথঘাট' বইয়ে উল্লেখ আছে, আদপে নাকি চৌরঙ্গী নামই ছিল না। লোকমুখে পরবর্তীকালে এই নাম প্রচলিত হয়েছে। সত্যিকার নাম 'চিরাঙ্গী' বা 'চেরাঙ্গী'। সতীর অঙ্গ চক্র সাহায্যে চিরে চিরে খণ্ড–বিখণ্ড করেছিলেন নারায়ণ, সেই ছিন্ন অঙ্গের মাত্র এক অঙ্গুলি (পদাঙ্গুলি) পড়েছিল ভাগীরথী তীরে কোথায়, কিংবা আদি গঙ্গার কাছে, যে জন্য কালীঘাটে তীর্থক্ষেত্রের অবস্থান। মা কালী আর ভৈরব আছেন সেখানে। কালীক্ষেত্র আছে 'চিরাঙ্গী' সতীর নামে।

ঐতিহাসিক অতুলকৃষ্ণ রায়ের মতে, সতী অঙ্গ বর্তমানে চৌরঙ্গী অঞ্চলে পড়েছিল। তাই এই জায়গার নাম হয়েছে চৌরঙ্গী। সুরেশ চন্দ্র নাথ মজুমদার বহির্ভারতে নাথ যোগী প্রবন্ধে লিখেছেন, গোরক্ষ বিজয় হইতে আভাষ পাওয়া যায় যে, গোরক্ষনাথ কলিকাতার কালীঘাটের কালী প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বকোষে লেখা হয়েছে এই যে, লৌকিক প্রবাদ গোরক্ষনাথই কালীঘাটের কালীর প্রতিষ্ঠাতা। যখন এই কথা লেখা হয়েছিল তখন গোরক্ষবিজয়ের অস্তিত্ব 'কেহ জনিত' না। ওই উক্তি প্রাচীন প্রবাদকে দৃঢ়ীভূত করছে।

কিংবদন্তী আছে তখনকার দিনের চৌরঙ্গির বিশাল জঙ্গলের মধ্যে চৌরঙ্গিনাথ নামে নাথ সম্প্রদায়ের এক বাতে পঙ্গু প্রতিবন্ধী সাধু বাস করতেন। তিনি নাকি মাটির নিচে থেকে এই দেবী মূর্তির আবিষ্কার করেন।

'চৌরঙ্গী' নিয়ে আর একটি কিংবদন্তী শোনা যায়। একদিন সাধু চৌরঙ্গী দেখিলেন, বনমধ্যে একটি গাভী একস্থানে দাঁড়াইয়া মৃত্তিকার উপর, অজস্র দুগ্ধধারা বিসর্জন করিতেছে।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

অন্য চোখে

পাল্টালেই হয়...

প্রতিম রাহা

বেশ দরদি কণ্ঠস্বর ভেসে আসে বহুদূর থেকে। দিন নেই, রাত নেই, ওরা চলেছে। বিজয় পতাকা উড়িয়ে নয়, কড়া পড়ে যাওয়া হাতের তালুতে রঙচটা ঝাণ্ডা আঁকড়ে নিয়ে সজোরে ওদের পথচলা। রুদ্র বৈশাখের অভিশাপ এড়াতে মাথার ওই একটা টুপি–ই যথেষ্ট । তাতেও আবার নিজেদের পরিচয়হীন ছাপ! পদ্ম, ঘাসফুল, আকাশ, জমিন, চাঁদ, তারা আরও কত কি! সারাবছর ওরা টুপি পরিয়ে শান্তি পায়, এইরকম সময় নিজেরাই পরে। আর গলাফাটা হাহাকারে ভিখারিরও প্রাণে করুণা জাগায়। ওদের স্বপ্নের নাম 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'!

ভবিষ্যতের শূন্যপাত্র কারা কতটা ভরাবে, অতীতে কারা কতটা ভরিয়েছে, কার ভুলে ভরেও ভরেনি সে পাত্র আর কেই বা জেনে বুঝে লোপাট করেছে চাবিকাঠি, সে হিসেব এখনই দিতে তারা মরিয়া। প্রতিপদে চোখে আঙুল দিয়ে বোঝায় সে অঙ্ক। একের পর এক অটো, ট্রেকার ছুটে চলে কোনও এক ফাঁকা ময়দানের লক্ষ্যে।

এতো গেল রসিক রাজনীতির এক প্রতিচ্ছবি। শেষবেলার প্রচার স্বার্থে যার মাথার ঘাম পায়ে। তবে, শুধু কি তাই? প্রতিমুহূর্তে মানুষের চিন্তাশক্তিগুলো কোণঠাসা করতে সে বেছে নেয় অন্য নানা পন্থা, নিত্যনতুনতাকে জড়িয়ে ফেলে নিজের অভিষ্ট জালের মারপ্যাচে। নানা আকারের সে জাল!

বিস্ফারিত চোখ যখন টিভিপর্দার গভীরে ঢুকে পড়ে ক্রমশ, বেড়ে ওঠা ভ্যালিয়ুমের তাণ্ডবে হুঁশ জ্ঞান সবএকাকার, তখনই এসবের মাঝে পরিস্থিতি ধাক্কা খায় সেই মুখস্থ প্রায় বুলিতে, – 'ইসি লিয়ে পানি আয়গি ঘর ঘরই সবার ৰ আব কি বার মোদি সরকার!' সামনে রঙিন পর্দায় দুটো অ্যানিমেটেড চরিত্র দুলে ওঠে। উত্তেজক জগত থেকে ধপাস করে বাস্তবের দুনিয়ায় এনে ফেলেছে ৩০ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপন বিরতি। মনোরঞ্জনের আড়ালে দিনের পর দিন চিন্তনে গেঁথে দিচ্ছে এক আমূল ধারণার বীজ। এক আধবার নয় বারংবার, প্রতিনিয়ত! ফেসবুক, ট্যুইটার, দেওয়াল লিখন, বিজ্ঞাপন, লিফলেটিং–এও যখন পুরোপুরি মাথা খাওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না, তখন বিংশ শতাব্দীর অভিনব হাতিয়ার প্রয়োগ – 'থ্রিডি'।

কিংবা ৪৫ সেকেন্ডের কলটার কথাই ধরা যাক। ভরদুপুরে দিবানিদ্রার দফারফা ঘটিয়ে মোবাইলের সুরেলা বাদ্যি মজা করে। কানে দেওয়া মাত্র, 'নমস্কার, আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' নয়ত 'নমস্তে, ম্যায় আপকা রাহুল গান্ধী...।' চাবি দেওয়া পুতুলের মতো ৪৫ সেকেন্ড ধরে সবিনয় প্রার্থনা চলে আপনার পরিবারের মূল্যবান ভোটগুলির জন্য। সবশেষে 'ভাল থাকবেন'। দু'দিনে কম করে বার চারেক রিপিট টেলিকাস্ট তো বটেই।

মানুষ তাঁর নিজের বিশ্বাস, চিন্তাশক্তি অটুট রেখে ভাবতে চায় না এমন নয়, সে ভাবতে ব্যর্থ হয়।' দিনকে দিন এইসব কোণঠাসা ধ্যানধারণার বিপক্ষে কিছু কিছু ইতিবাচক প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ যদিও টিভি বিজ্ঞাপনের অন্তরালেই উঠে আসে।

কোউ পাড়ার রকে বসে বাদাম ভাঙে, 'সত্যি মাইরি, দিনে দিনে দেশটা কি যাচ্ছে তাই হয়ে পড়ছে।' কারও কারও তাতে সায় মেলে, কেউ আবার সদ্য টিভিতে দেখে আসা যুক্তি আওড়ায়। ফেসবুকে পোস্ট করে, 'যতদিন রেলের শৌচাগারের মগ আর ক্যান্টিনের গ্লাস চেন দিয়ে বেঁধে রাখবেন, ততদিন দেশে সরকার পাল্টালেও কিস্যু হবে না। চিন্তাধারা পাল্টান, বুঝলেন কাকা, মেন্টালিটি!' অবাক তখন লাগে, যখন সেই বিচক্ষণীবাবুই হেলে দুলে বত্রিশরপাটি বার করে গলা খাঁকরানি দেয়, 'ভোট? ওই একটা ভোটের জন্য রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে ভরদোপে সময় নষ্ট করব! পাগল নাকি?' অবাক তখন লাগে যখন চায়ের পেয়ালা হাতে দুর্নীতির নামে বড়বড় লেকচার কপচে বাসের ৬ টাকা ভাড়া মারার ফন্দি খোঁজে। আর বিনামূল্যে রেলে যাতায়াত তো রুটিনমাফিক। টিটির নজর এড়ানো রোজকার অ্যাডভেঞ্চার। ধরা পড়লে গলা উঁচিয়ে চিৎকার, জামার হাতা গুটিয়ে লোকাল পার্টির কোনও এক দাদার নাম আওড়ানো। সব মিলিয়ে বেশ একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার!

দেশ হাসছে। কেউ মঞ্চে দাঁড়িয়ে, কেউ আবার নীচে থেকেই। আর সেই দমকে চাপা পড়ে যাচ্ছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখগুলো। মুখে 'চলো পাল্টাই' স্লোগান আর কাজে 'ওই পাল্টাচ্ছি – পাল্টাব – বদলালেই হল', এরকম একটা ভাব! কলকাতা রূপান্তরে লন্ডন হলেও খুব একটা সমস্যা ছিল না। কিন্তু সেই লন্ডনবাসীদের ভাবনা যদি কলকাতাতেই রয়ে যায়, খানিক সমস্যার উদ্রেক হয় বৈকি। তবে সবই ফিউচার টেনস। সেই একটা ভরসা নস্টালজিক বাতাবরণ সঙ্গে নিয়ে উন্নয়ন চলছেই। তবে চেতনার নয়।

দেশ একাধিকের সমষ্টি। তার প্রতিটা রন্ধ্রে মিশে থাকে একটি করে নব উদ্যম। সে উদ্যমই সরকারের জন্ম দেয়, আবার সেখানেই বিলীন হয় তার সকল উচ্চাশা, সকল গরিমা। এ পরিস্থিতিতে শুধু সরকার বদলালেই যে দেশ বদলাবে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। 'ঝান্ডা'–টা রংচটা হলে বা রকে বসে বাদাম ভাঙলে বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু সমালোচনার প্রেক্ষাপটে যেদিন প্রতিটা মননেস্বভাব, চরিত্র, মানসিকতা, চিন্তনের উন্মেষ ঘটবে, সেদিন নিঃসন্দেহে, 'ভারত আবার জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ আসন লবে'। আর তা নইলে সিগনালে রবীন্দ্রসঙ্গীত–এর বদলে কোনওদিন আবার 'লিঙ্কিং পার্ক' বেজে ওঠে, কে বলতে পারে! আফটার অল, আপকামিং লন্ডন বলে কথা!

সিডি প্রকাশের দিনেই অনির্বাণের মুকুটে নতুন পালক

প্রিয়ম গুহ

শুক্রবার, ৯ মে ২০১৪ তারিখে বিহান তাদের আকাঙ্খিত 'প্রতিশ্রুতিময় যুব সঙ্গীত প্রতিভা সম্মান' ধারাবাহিক শুভারম্ভ করল।

এই সম্মান অনুষ্ঠানটি কলকাতার বিহান মিউজিক দ্বারা সৃষ্ট, আয়োজিত এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নিজ নামাঙ্কিত রেকর্ড প্রকাশনের অন্যতম বৃহৎ ও মর্যাদা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বিহান মিউজিক, যাদের আছে সিডি এবং অডিও ও ভিডিও রেকর্ডিং দেশব্যাপী বিতরণের বিস্তৃত ব্যবস্থা।

সারা ভারতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত অনুষ্ঠানে অসাধারণ কৃতিত্ব ও মর্যাদাপ্রাপ্ত নির্বাচিত যুব সঙ্গীতজ্ঞদের প্রতি বছর জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি দানের উদ্দেশে নিবেদিত এই সম্মান অনুষ্ঠানটি বিহান মিউজিকের ভাবনাপ্রসূত।

বিহান মিউজিক উপলব্ধি করেছিল যে, আই.টি.সি.এস.আর.এ-র মতো প্রতিষ্ঠানগুলি হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রসার এবং যুব সঙ্গীত প্রতিভা উৎসাহিত করতে নিয়োজিত হলেও, তারা মূলত, কণ্ঠ সঙ্গীত ক্ষেত্রে সীমিত। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে তালবাদ্য শিক্ষাদানের কিংবা তালবাদ্যে পারদর্শী শিল্পীদের স্বীকৃতি দানের ব্যবস্থা নেই। তালবাদ্যের সেরা তবলা। প্রতিভাবান তবলা শিল্পীদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অভাব লক্ষ্য করে, বিহান মিউজিক যে প্রথম সম্মান জ্ঞাপন অনুষ্ঠান করেছে তা তালবাদ্যে প্রতিভাবান শিল্পীদের জন্য।

বরিষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ও নির্বাচকদের সহযোগিতায় 'প্রতিশ্রুতিময় সঙ্গীত প্রতিভা সম্মান'-এর শুভারম্ভ করেছে বিহান মিউজিক এবং প্রার্থী চয়নে তারাই ছিলেন বিচারক। সামগ্রিক পরিকল্পনা, তা রূপায়ণের কাঠামো, সঙ্গীত জগতের বিচারক ও পণ্ডিতগণের সহায়তায় প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া নির্ধারণ ইত্যাদিতে এক বছরের বেশি সময় লেগেছে। 'প্রতিশ্রুতিময় সঙ্গীত প্রতিভা সম্মান' অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয় মে, ২০১৪-তে।

উত্তর ভারতীয় তালবাদ্য - তবলা বাদনের ফারুখাবাদ ঘরানার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তথা বিগত যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক, প্রবাদ প্রতিম ওস্তাদ কেরামতউল্লা খান সাহেব-এর নামে এই সম্মান উৎসর্গীত হয়। ২০১৪ সালের 'প্রতিশ্রুতিময় যুব সঙ্গীত প্রতিভা' নির্বাচন প্রক্রিয়া ছিল পুঙ্খানুপুঙ্খ। দেশ-বিদেশের সঙ্গীত জগতে প্রার্থীদের ব্যক্তিগত অবদান বিবেচিত হয়েছে। দেশ-বিদেশের সঙ্গীতের বিভিন্ন স্তরে ও ক্ষেত্রে প্রার্থীদের অবদান বিহান মিউজিক পর্যবেক্ষণ করেছে পাঁচ বছর ধরে এবং প্রার্থী চয়নে তা বিবেচিত হয়েছে।

সঙ্গীত জগতের শ্রদ্ধেয় বরিষ্ঠ পেশাদার ব্যক্তিবর্গ, সঙ্গীত রচয়িতা, ওস্তাদগণ, সঙ্গীত জগতের লব্ধ প্রতিষ্ঠ শিল্পীগণ যাঁরা দেশ এবং বিদেশে মর্যাদা ও সাম্মানিক ধন্য এবং যাঁরা কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের স্তম্ভ স্বরূপ - নির্বাচন করেছেন সেই যুব সঙ্গীতজ্ঞকে যাঁকে এই বছর সম্মানে ভূষিত করা হবে।

২০১৪ সালের সম্মান প্রাপক অনির্বাণ রায়চৌধুরী প্রসঙ্গে বিহান মিউজিক আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসিত ও সম্মানে ভূষিত লব্ধ প্রতিষ্ঠ তবলা শিল্পী ও শিক্ষক পণ্ডিত তন্ময় বোস এবং ওস্তাদ সাবির খান-এর (এঁরা দু'জনই কারুখাবাদ ঘরানার, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শ্রদ্ধেয় বরিষ্ঠ শিল্পী, বহু সম্মানে ভূষিত, বিশেষত, গ্র্যামি অ্যালবামে অবদানের জন্য - যথা রবিশঙ্কর এবং তন্ময় বোস) মতামত ও অনুমোদন চেয়েছিল। অর্থাৎ, বিহান মিউজিক সম্মান প্রার্থী অনুমোদিত হয়েছেন এমন গুণী ব্যক্তিগণের দ্বারা যাঁরা নিজ শিল্প ক্ষেত্রে অতি বিশিষ্ট।

অনির্বাণ রায়চৌধুরীকে নির্বাচন করা প্রসঙ্গে বিহান মিউজিক কর্তৃপক্ষ ও বিচারকগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছিলেন যে প্রথম বিহান সম্মানের নির্বাচিত শিল্পীর দৃষ্টান্ত নতুন প্রতিভাদের উৎসাহিত করবে এবং অনির্বাণের স্তরে উন্নীত হওয়ায় তাদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। তাছাড়া, এই সম্মান অনির্বাণকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতে অধিকতর পরিচিতি ও সুযোগ জোগাবে।

বিহান মিউজিক সম্মান সিরিজ সৃষ্টি করায় যে গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাধান্য পেয়েছে তাদের অনেকগুলিই অনির্বাণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছিল বলেই অনির্বাণ নির্বাচিত হয়েছেন।

বিহান মিউজিক জানতে পারে যে, অনির্বাণ রায়চৌধুরী মার্চ ২৪, ২০১৪-তে কলকাতায় 'রিদম ইটার্ন্যাল' নামে একটি কনসার্ট আয়োজন করেছেন। কোম্পানির প্রতিনিধিরা নিমন্ত্রিত শ্রোতা রূপে পূর্ণ দৈর্ঘের এই কনসার্টটি শোনেন। হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এই সাড়ে তিন ঘণ্টা ব্যাপী কনসার্টটি রচনা, কাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি অনির্বাণ রায়চৌধুরীর প্রচেষ্টায়। সঙ্গীত শিল্পীদের তীব্র প্রতিযোগিতার জন্য কলকাতা সুবিদিত, যেখানে নবাগতদের জায়গা করে নেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞগণ।

বিবিধ প্রচার মাধ্যম থেকে স্পষ্ট হয় যে সঙ্গীত রচনাকার ও শিল্পীরূপে অনির্বাণের কলকাতায় প্রথম প্রকাশ হয়েছে সফল। তবলা, সারেঙ্গি, সরোদ, কণ্ঠসঙ্গীত ইত্যাদির নিখুঁত মিশ্রণে (ফিউশন) অনির্বাণের শিল্প প্রতিভা প্রতিগত হয়েছে, এবং সবই ঘটেছে অনির্বাণ দ্বারা নির্দেশিত ত্রুটিহীনক্রম অনুযায়ী।

যুবক অনির্বাণের একক প্রতিভা এবং তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সহযোগী ঐকতান আয়োজক রূপে তাঁর নিপুণতা স্পষ্ট হয়েছে। প্রায় সব মহাদেশে সঙ্গীত যাত্রায় সমৃদ্ধ অনির্বাণ বিশ্ব সঙ্গীত ও সংস্কৃতিতে অবাধ লেনদেনে ধনী। তিনি আজকের সৃজন-প্রতিভায় চঞ্চল বিশ্ব সঙ্গীত শিল্পীদের প্রতিনিধি। এখনকার প্রজন্মের শিল্পীরাও তাই। অনির্বাণের তবলা বাদন নৈপুণ্যের বৈশিষ্ট্য যন্ত্রে অসামান্য দখল, এক একটি জটিল পর্যায় রূপায়ণে অঙ্গুলি চালনায় অসামান্য দক্ষতা, তবলার সুন্দর স্বর রচনায় নিবিড় পরিচিতি। ফলে তাঁর তবলা বাদনে জটিল কারিগরী কৌশলগুলিও অনায়াস ও স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়। নিজের সঙ্গীত ক্ষেত্রে অনির্বাণ এক বিশেষ শিল্প নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

অনির্বাণের প্রখর ব্যবসা বুদ্ধি এবং বিপণন চাতুর্য, যা আজকের শিল্পীদের সাফল্য লাভের জন্য অত্যাবশ্যক, বিহান লক্ষ্য করেছে। নির্দিষ্ট বাজেট এবং অল্প কিছু প্রচার মাধ্যম সম্বল করে, কি করে এক বৃহদাকার কনসার্ট অনুষ্ঠান করতে হয় তা অনির্বাণ জানেন। কনসার্টের শ্রোতৃবৃন্দ এবং প্রচার মাধ্যম দেখল অনির্বাণের নিপুণ অনুষ্ঠান পরিচালন দক্ষতা এবং তবলায় উন্নততর মানে দক্ষতা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সঙ্গীত শিল্পীগণ, যাঁদের অনেকেই অনির্বাণের থেকে বরিষ্ঠতর, তাঁরা সহযোগিতার হাত বাড়ালেন, এবং নিজ নিজ শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শনের এক গণমঞ্চ লাভ করলেন। ফলে লব্ধ প্রতিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পীগণের সহযোগিতায় রচিত হল শ্রোতৃবর্গের ছন্দলহরী।

বিহান মিউজিক অবহিত ছিল যে বিবিধ মর্যাদাপূর্ণ নিজ তবলা বাদন ও শিক্ষাদান মাধ্যমে বিগত কয়েক বছর ধরে অনির্বাণ ক্রমে শাস্ত্রীয় ও ফিউশন সঙ্গীত ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বময় প্রতিষ্ঠা বর্ধিত করে চলেছেন। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুলে বিভিন্ন জাতির প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের মধ্যে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষাদান এবং ওই বিষয়ে সচেতনতা বর্ধনের জন্য তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রসারের শীর্ষে পৌঁছনই যদিও তাঁর প্রধান লক্ষ্য, তার অধিকন্তু অনির্বাণ ফিউশন সঙ্গীত ও জ্যাজ-এ সক্রিয়, এবং তিনি বিশ্ব সঙ্গীতের প্রতিটি ইঞ্চি জমিতে ছন্দ আবিষ্কারে নিয়োজিত। এছাড়অ তিনি রিদম ইটার্ন্যাল-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সঙ্গীত রচয়িতা। 'রিদম ইটার্ন্যাল' একটি বেসরকারি সংস্থা।

তাদের লক্ষ্য বিশ্বের সঙ্গীতে যে ঐক্যসুর বিদ্যমান তা প্রতিষ্ঠিত করা, এবং সমাজে সে প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রাখা। প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য প্রাচ্য ও প্রতীচির শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পরিধি অনুসন্ধান এবং এদের দ্বারা আয়োজিত সঙ্গীত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঙ্গীতজ্ঞ ও শ্রোতাগণের সমর্থনসহ অর্থ সংগ্রহ করা যে অর্থ ব্যয়িত হবে সঙ্গীতের মাধ্যমে সামাজিক ও সুস্বাস্থ্য চেতনা প্রসারে যেমন আটিজম বিষয়ক সচেতনতা বর্ধনে।

সঙ্গীতে বিশেষ মনযোগী ছাত্রদের সহায়তায় বিভিন্ন শহরে অনির্বাণ মাঝে মাঝে যে সঙ্গীতশিক্ষা অনুষ্ঠান করেন, সেগুলি জনপ্রিয় হয়েছে। মার্কিন স্কুল অব মিউজিক (ক্যালিফোর্নিয়া এবং সুইজারল্যান্ডের বাসেল), দ্বারা আমন্ত্রিত হয়েছেন অনির্বাণ বক্তৃতাদান, প্রদর্শন, ওয়ার্কশপ ও মাস্টার ক্লাস নিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলি আকবর কলেজ অব মিউজিক (রাটজার্স) দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে অনির্বাণ একক বাদন অনুষ্ঠান করেছেন এবং গ্র্যামি মনোনীত অ্যালবামে চন্দ্রিকা কৃষ্ণমূর্তি ট্যান্ডন ও অন্যান অনেক শিল্পীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন।

অনির্বাণের তবলা বাদনে এক অসাধারণ স্টাইল দেখা যায়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যে ঘরানায় তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন, অর্থাৎ সক্রিয় ও বিখ্যাত পাঞ্জাব ঘরানা, তার কঠোর শিক্ষা এবং শিল্প নৈপুণ্যই প্রতিবিম্বিত হয় না, তাতে ভারতীয় ল্যাটিন আমেরিকান এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীত থেকে আহরিত উপাদানও দেখা যায়। অনির্বাণ যে বিভিন্ন বিশ্ব সঙ্গীতজ্ঞদের সহযোগে যে ফিউশন সঙ্গীত পরিবেশন করেন, তাঁর আহরিত সঙ্গীত মিশ্রণ তা সমৃদ্ধ করে। সব ধরনের সঙ্গীত পরিবেশনও তাতে সমৃদ্ধ হয়। ছন্দবদ্ধ চক্রে মাত্রাগুলিতে আঘাত করায় অনির্বাণের ক্ষিপ্রতা, গতি এবং নৈপুণ্য - যা কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক - তাঁর স্টাইলকে অবিস্মরণীয় করে। হিন্দুস্তানী ঘরানার মশালবর্তিকা বাহক। তদলা বাদনে তাঁর কারিগরী যাদুকরী, বোল এবং মাত্রায় তীক্ষ্ণ আঘাত সঙ্গীত এবং নৃত্যে অনায়াসে মিশে যায়।

তবলা সহযোগিতা থেকে একক বাদন পরিবেশন, অতঃপর সৃজনশীল সঙ্গীত রচয়িতা এবং বিভিন্ন আকর্ষক তালবাদ্য বাদনের ধরন এবং ছন্দময়তা ইত্যাদিতে উত্তরণ অনির্বাণকে ২০১৪-র মর্যাদাপূর্ণ কেরামতউল্লা খান 'প্রতিশ্রুতিময় যুব সঙ্গীত শিল্পী সম্মান' যোগ্য প্রার্থী বিবেচিত করেছে।

খেলার মাঠকে দুর্নীতিমুক্ত করা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ মোদি'র পক্ষে

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুধু বাণিজ্যিক ক্ষেত্র নয় খেলা নিয়েও ইউপিএ-টু সরকারের আমলে একাধিক দুর্নীতি ঘটেছিল ভারতীয় ক্রীড়ামহলে। কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারিতে কয়েকশো কোটি টাকার আর্থিক বেনিয়ম নিয়ে জেল খাটতে হচ্ছে প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ সুরেশ কালমাদিকে। আইপিএল কেলেঙ্কারিতেও নাম জড়িয়ে পড়েছে মন্ত্রী সভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য

রাজীব শুক্লা'র। এছাড় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের দুর্নীতি ও প্রশাসনিক বেনিয়ম এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যা আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি স্বীকৃতি তুলে নিয়েছিল ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার।

নানা স্বপ্ন দেখিয়ে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে নরেন্দ্র মোদি যখন ক্ষমতায় এসেছেন তখন কি আদৌ কোনও দুর্নীতিমুক্ত ক্রীড়া প্রশাসন আশা করতে পারি। ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডে বিশেষ ক্ষমতায় রয়েছেন অরুণ জেটলি। তিনি কিন্তু বোর্ডের আইপিএল সংক্রান্ত নানা কেলেঙ্কারির পরও বিতর্কিত কর্তাদের সংশ্রব ত্যাগ করেননি। লোকসভা নির্বাচনে অমৃতসর কেন্দ্র থেকে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও মোদি তাকে মন্ত্রী সভায় ঠাঁই পেতে চলেছেন। কাজেই ক্রিকেট বোর্ডেও তাঁর ক্ষমতার হেরফের হবে না বলেই আশা করা যায়। অপরদিকে শ্রীনিবাসন ক্ষমতাচ্যুত হলে আবার হয়ত বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে বোর্ডে প্রবেশ করবেন ললিত মোদি। যে মোদিকে বলা যেতে পারে আর্থিক কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতির অন্যতম ফাদার ফিগার। ভারত সরকার তাঁর পাসপোর্টা বাজেয়াপ্ত করলেও তিনি রাজস্থান ক্রিকেট বোর্ডের ক্ষমতায় আসতে চলেছেন। অপরদিকে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়ার গভীর বন্ধুত্ব রয়েছে। কাজেই শ্রী নিবাসনের মতো এক দুর্নীতি সম্রাটকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে

(এরপর পাঁচের পাতায়)

ক্রীড়া বার্তা

ব্রাজিল বা জার্মানির মধ্যে একজন চ্যাম্পিয়ন হবে

অলোক মুখার্জি,
(প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার)

আর একমাস বাদেই ফুটবলের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ বিশ্বকাপ ফুটবল ব্রাজিলে শুরু হতে চলেছে। আয়োজক দেশ ব্রাজিল ছাড়া আমার মতে স্পেন, আর্জেন্টিনা এবং জার্মান প্রথম দুটো টিমের মধ্যে থাকবে। ব্রাজিলে যেহেতু খেলা তাই ব্রাজিল কিছুটা বাড়তি সুবিধা পাবে। তবে ব্রাজিলের টিমটি এবারে সত্যিই খুব ভাল টিম। আর্জেন্টিনাও যথেষ্ট শক্তিশালী দল। জার্মান ও স্পেনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে খেলায় তো অনেক সময় অনেক অঘটন ঘটে। সেক্ষেত্রে কী হবে বলা সেটা বলা মুশকিল। নিজের দেশে খেলা বলে একটা চাপ ব্রাজিলের মধ্যে রয়েছে। ভাল খেলার তাগিদও তাদের মধ্যে রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল তাদের কোচ হল স্কোলারি। যিনি সহজে হেরে যাওয়া পছন্দ করেন না। তাই ব্রাজিল টিমটা এবার অনেক দলকেই সমস্যায় ফেলবে। টিমগতভাবে জার্মান এবং আর্জেন্টিনাও খুব ভাল টিম। পাশাপাশি স্পেনও এবার যথেষ্ট শক্তিশালী দল গড়েছে। কিন্তু সমস্যা হল স্পেনের অধিকাংশ খেলোয়াড়ের বয়স একটু বেশি। আজকের ফুটবলটা মূলত তারুণ্যের উপর নির্ভরশীল। সেই দিক দিয়ে স্পেনকে নিয়ে একটু চিন্তা আছে। ব্রাজিলের আবহাওয়া একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, সেখানে প্রচণ্ড গরম। যদিও খেলাগুলো রাতে হবে। সমস্ত দেশই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সেখানে অন্তত ২০ দিন আগে চলে যাবে। তাই আশা করা যায় গরমে খেলা নিয়ে খুব একটা সমস্যা হবে না।

এই মুহূর্তে কে তারকা হবেন তা এখনই বলা সম্ভবপর নয়। কারণ, অনেক বড় খেলোয়াড় রয়েছেন। যাঁদের থেকে আমরা অনেককিছু প্রত্যাশা করছি। আবার এমন অনেক খেলোয়াড় আছেন যাঁরা এখনও ততটা পরিচিত নন, কিন্তু দুরন্ত খেলোয়াড় তাঁরা। তাই এখনই কাউকে সেই অর্থে তারকা খেলোয়াড়ের তকমা দেওয়া যাবে না। এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল যথেষ্ট গতিময় হবে। সমস্ত টিমই প্রচণ্ড গতিতে খেলার পক্ষপাতি। তাই এবারের বিশ্বকাপ গতিমন্থরহীনতায় ভুগবে না বলেই মনে হয়।

(এরপর পাঁচের পাতায়)

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রকঃ** সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।